বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

প্রথম খন্ড

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(বাংলাদেশ ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক)

অর্থ বছর ঃ ২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৫২
৬	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	৫৩-৬০
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৬০

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৯/১০/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২২/০১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর ২০০৬-০৭ হতে ২০১১-১২ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে অংশ বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ৩য় অধ্যায়ে চূড়ান্ত হিসাবের উপর মন্তব্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

.........................বঃ

তারিখ ২১/০৯/১৪২৩
০৪/০১/২০১৭

.........................খ্রিঃ

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
২	BTB(বিটিবি)	=	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
৩	BRPD(বিআরপিডি)		Banking Regulation Policy Department	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত অনুসৃতব্য নীতিমালা।
৪	C.C (HYPO)	=	Cash Credit Hypothecation	ব্যবসার বিপরীতে দেয় ঋণের ১.৫ গুণ মূল্যের সম্পত্তি বন্ধকী সম্বলিত ঋণ।
৫	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৬	Cost of Fund	=	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৭	CIB	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৮	DA (ডিএ)	=	Document Against Acceptance	এক ব্যাংক শাখা অন্য ব্যাংক শাখার উপর স্থানীয় এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance ব্যাখ্যা দিতে হয়।
৯	EEF	=	Equity and Entrepreneurship Fund	উদ্যোক্তা এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের ঋণ ব্যবহারের আনুপাতিক হারের চুক্তিপত্র সংক্রান্ত প্রকল্প।
১০	ETP(ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
১১	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১২	FBPN(এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।

২—

১৩	FBP(এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	ঐ
১৪	FC (Account) (এফসি একাউন্ট)	=	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে (FC) (Account) খুলতে হয়।
১৫	Funded liability	=	-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি (হাইপো), সিসি (পেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ, লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
১৬	IDCP(আইডিসিপি) (প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	=	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১৭	IIDFC	=	Industrial and Infrastructure Development Finance Company	একটি লিজিং কোম্পানী।
১৮	ILC	=	Inland Letter of Credit	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য ঋণ পত্র খোলা।
১৯	LTR(এলটিআর)	=	Loan Against Trust Receipts	ব্যাংকের বিশ্বস্ত গ্রাহককে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ।
২০	LIM (লিম)	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে ঋণ।
২১	LC (এলসি)	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
২২	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গিকারকৃত সকল দায়।
২৩	PAD(পিএডি)	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়।

২৪	PC (পিসি)	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
২৫	PSC(পিএসসি)	=	Pre-Shipment Cash Credit	ঐ
২৬	STL	=	Short term loan	স্বল্প মেয়াদী ঋণ।
২৭	SOD	=	Secured Over Draft	আমানতের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত ঋণ।
২৮	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ।
২৯	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
৩০	পুন: তফসিল	=	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
৩১	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃ তফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
৩২	আরোপিত সুদ	=	-	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
৩৩	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
৩৪	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
৩৫	এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	=	Negotiable Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
৩৬	বিএমআরই	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।

			Expansion.	
৩৭	এলডিবিপি	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
৩৮	ডেফার্ড এলসি	=	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপঃ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	বাংলাদেশ ব্যাংক	
০১	নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংকের তদারকী ও কার্যকারীতা না থাকায় ১২০ দিনের স্থলে ৭৭৮ দিন পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানী করা পণ্যের মূল্য দেশে ফেরৎ না আসায় ক্ষতি ।	১৯১,৬০,৬২,২৩০
০২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংককে প্রদত্ত স্বল্প মেয়াদী ঋণ যথাসময়ে আদায় না করায় খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়ায় অনাদায়ী ।	১১১৭,৯৭,৪৬,১৩৬
০৩	ব্যাংকের অর্থে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ২০১১-২০১২ আয় বর্ষের বৈতনিক আয়কর প্রদান করায় সরকারের ক্ষতি।	১৩,৩৪,৩৬২
	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	
০৪	লোকাল এলসি'র মাধ্যমে পরিশোধিত অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৪,৪৬,৬৪,৮৯০
০৫	পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে মেসার্স নূরজাহান সুপার অয়েল ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে এলটিআর ঋণ মঞ্জুর এবং লিমিট অতিরিক্ত ঋণপত্র স্থাপনসহ ঋণ সৃষ্টি করা ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ।	১৪১,১৬,৩৮,০৩৭
০৬	শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতা বহির্ভূত ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় এবং উক্ত অনিয়মের বিষয়ে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদান ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি।	২৯,৯৪,৬৩,৩৩২
০৭	ব্যবস্থাপকের আর্থিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ডেফার্ড এলসি, লোকাল এলসি স্থাপন ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের এলটিআর ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ।	১০১,৭০,৮৩,০৯৮
	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	
০৮	বৈদেশিক রপ্তানি বিল সাইট পেমেন্টের ক্ষেত্রে নির্ধারিত দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ওভারডিউ সুদ রপ্তানিকারকদের নিকট হতে আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৭,০৪,২০৭
০৯	পূর্ববর্তী এলসির দায় অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও নতুন করে এলসি স্থাপন, রপ্তাণী ব্যর্থতায় সৃষ্ট বিল অব এক্সচেঞ্জ(পিএডি),এলটিআর, চলতি মূলধন ঋণ এবং স্থাপনকৃত লোকাল এলসি'র মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী ।	৩১৫,৮৭,৪৩,৩৯২
১০	মেসার্স ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজ, অটো ডিফাইন এর অনুকুলে সৃষ্ট বিল অব এক্সচেঞ্জ, এলটিআর এবং চলতি মূলধন এবং ফিয়াজ ট্রেডিং এর অনুকূলে প্রদত্ত চলতি মূলধন ঋণের মেয়াদউত্তীর্ণ, সীমাতিরিক্ত ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত ঋণের দায় বাবদ অনাদায়ী ।	১২৩,৭৪,৮২,১৮৬
১১	মেসার্স কেয়া ইয়ার্ণ মিলস্ লিঃ এর অনুকূলে লীমিট অতিরিক্ত এলসি স্থাপন, রপ্তাণী ব্যর্থতায় সৃষ্ট বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি), এলটিআর ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত অনাদায়ী ।	১২২,৬২,১৬,৫৬৪
১২	বার বার সুদ মওকুফ ও পুনঃতফসিল করার ফলে মেসার্স কাঁচপুর প্রসেসিং লিঃ এর প্রকল্প ঋণের টাকা অনাদায়ী।	৪,৩৬,১৯,৯৫৮
১৩	লোকাল এলসি'র মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩,১১,৫৫,১৫০
১৪	বন্ধকী সম্পত্তির সঠিকতা যাচাই না করে মেসার্স আব্বাস ট্রেডিংকে প্রদত্ত চলতি মুলধন ঋণ ও এলটিআর এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ।	৩১,৩২,৪৪,৪৮৭

১৫	মেসার্স আনিকা এন্টারপ্রাইজকে স্থানীয় এলসি এর মূল্যের বিপরীতে প্রদত্ত LTR ঋণ নির্দিষ্ট মেয়াদে আদায় না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিভাবে পুনরায় LC এবং LTR ঋণসীমা বৃদ্ধি করতঃ প্রদত্ত LTR দীর্ঘ দিন যাবৎ অনাদায়ী ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ।	১২৯,৮৮,৮৬,৫৫৬
১৬	আমদানী এলসি এর মূল্যের বিপরীতে মেসার্স এন এ কর্পোরেশনকে প্রদত্ত এলটিআর ঋণ যথা সময়ে আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ।	১৩,০৪,৯১,৩১২
১৭	চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর বিদ্যুৎ বিল হতে আদায়কৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩৭,৮৪,১৬৯
১৮	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে আমদানী এলসি স্থাপন এবং আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য নগদে আদায় ব্যতিরেকে ডকুমেন্টস্ ছাড়করণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য (পিএডি) ক্ষতি।	১,১২,৮১,৫০০
	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	
১৯	উদ্যোক্তাগণের ইকুইটির অর্থ বিনিয়োগ করার সামর্থ্য বিবেচনা না করে অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করার পর প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ায় ব্যাংকের আদায় অনিশ্চিত।	১৩,৬৯,৮৭,০০০
২০	একই সম্পত্তি বার বার সহায়ক জামানত হিসেবে দেখিয়ে প্রকল্প ঋণ ও চলতি পুঁজি ঋণ প্রদান ও তা অনিয়মিতভাবে পূনঃতফশিলিকরণের ফলে ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি।	২২,৮২,৯৩,২৮০
২১	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, মিঠাপুকুর শাখায় মাঠ কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান কর্তৃক বিভিন্ন ঋণ গ্রহীতা ও শাখার কর্মচারীর সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে তহবিল তছরূপ ও আত্মসাৎ করায় ক্ষতি।	২,৯০,৬৫,৫০০
	সর্বমোট	**২৩৭২,০৯,৪৭,৩৪৬**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছরঃ

- ২০১২ সন এবং তৎপূর্ববর্তী বিভিন্ন হিসাব ও অর্থ বছর ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	বাংলাদেশ ব্যাংক ,খুলনা।	১৭-০৬-২০১৩খ্রিঃ হতে ০৪-০৭-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত
২	বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী।	০৩-০২-২০১৩খ্রিঃ হতে ০৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
৩	বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে০২-০৬-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত
৪	রূপালী ব্যাংক লিঃ,আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম।	০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ১২-০৬-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত
৫	রূপালী ব্যাংক লিঃ, দৌলতপুর কর্পো.শাখা,খুলনা।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রি. হতে ২১-০৫-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত
৬	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	০৩-০২-২০১৩খ্রিঃ হতে ২১-০৪-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত
৭	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মূখ্য আঃ কাঃ নারায়নগঞ্জ	১২-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত
৮	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মূখ্য আঃ কাঃ মানিকগঞ্জ	১৩-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৩-০১-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত
৯	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ১২-০৬-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত
১০	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মূখ্য আঃ কাঃ, চট্টগ্রাম।	০৩-০২-২০১৩খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত
১১	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মূখ্য আঃ কাঃ, খুলনা।	১৬-০৬-২০১৩খ্রিঃ হতে ২২-০৬-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত
১২	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মূখ্য আঃ কাঃ, যশোর।	৩০-০৬-২০১৩খ্রিঃ হতে ০৪-০৭-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত
১৩	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।	০৩-০২-২০১৩খ্রিঃ হতে ০৩-০৩-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত
১৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, জোনাল কার্যালয়, রংপুর।	১২-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ

- মহাপরিচালক,বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,ঢাকা।

৩—

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ :১।

শিরোনাম: নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংকের তদারকী ও কার্যকারীতা না থাকায় ১২০ দিনের স্থলে ৭৭৮ দিন পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানী করা পণ্যের মূল্য দেশে ফেরৎ না আসায় ক্ষতি ১৯১৬০.৬২ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক,খুলনা কার্যালয়ের ২০১১-১২ সালের হিসাব ১৭/৬/২০১৩ হতে ৪/৭/২০১৩ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে রপ্তানী বিলের ত্রৈমাসিক বিবরণী,ওভারডিউ প্রতিবেদন,সংশ্লিষ্ট রপ্তানীকারকের ফোল্ডার,কাষ্টমস ইনভয়েস,প্যাকিং লিষ্ট, বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংকের তদারকী ও কার্যকারীতা না থাকায় ১২০ দিনের স্থলে ৭৭৮ দিন পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানী করা পণ্যের মূল্য দেশে ফেরৎ না আসায় ক্ষতি ১৯১,৬০,৬২,২৩০ টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট -"১" এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণঃ

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, অগ্রণী ব্যাংক লি: এর ৩টি শাখার বিপরীতে ৫৬ টি , বেসিক ব্যাংক লি: এর ১টি শাখার ৮টি ,বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ১টি শাখার ১ টি,আই এফ আই সি ব্যাংক লি: এর ১টি শাখার ১টি,ইসলামী ব্যাংক লি: এর ২টি শাখার ৬৭ টি,জনতা ব্যাংক লি: এর ৩টি শাখার ১১৫ টি,ন্যাশনাল ব্যাংক লি: এর ৩ টি শাখার ৩০ টি,ওয়ান ব্যাংক লি: এর ১ টি শাখার ১৯ টি,প্রাইম ব্যাংক লি: এর ২ টি শাখার ২ টি, রুপালী ব্যাংক লি: এর ২ টি শাখার ৬০ টি,সোনালী ব্যাংক লি: এর ৩ টি শাখার ৪৮ টি, সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লি: এর ১ টি শাখার ২টি,ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি: এর ১ টি শাখার ৬টি এবং উত্তরা ব্যাংক লি: এর ১ টি শাখার ৮ টি রপ্তানী বিল সহ মোট ১৪ টি ব্যাংকের ২৫ টি শাখার ৪২৩ টি রপ্তানী বিলের মূল্য দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও দেশে ফেরৎ আসেনি।অথচ নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক বর্ণিত ব্যাংকের বিপরীতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।ফলে গাইড লাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজাকশানস ২০০৯ এর ভলিউম ১ এর ২৩(সি) অনুযায়ী The entire export proceeds in case of both physical and non-physical export,must be repatriated within 4 (four) months of export as usual অর্থ্যাৎ বিধানাবলীর নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য রপ্তানীর ৪ (চার) মাসের মধ্যে রপ্তানী মূল্য দেশে প্রত্যাবাসন করা আবশ্যক ছিল । আলোচ্যক্ষেত্রে দেশের পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা হলেও ১২০ দিনের স্থলে সর্বোচ্চ ৭৭৮ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানী করা পণ্যের মূল্য দেশে ফেরৎ না আসায় শিরোনামে বর্ণিত টাকা দেশের ক্ষতি হয়েছে।উপরন্তু ব্যাংকসমূহ রপ্তানী করা পণ্যের কাগজপত্র ভুলে ভরা ভাবে প্রস্তুত করে এবং বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে কাগজপত্র তৈরী করায় রপ্তানী পণ্যের মূল্য দেশে প্রত্যাবাসনে বিলম্বিত হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ২/৭/২০১২খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বৈমূনীবি (রপ্তানী) ২১.১৭৫/১৭-৮৬৬-৮৯৪ এর মাধ্যমে অ-প্রত্যাবাসিত রপ্তানী বিল ২৫ টি এডি ব্যাংক শাখা সমূহের ব্যবস্থাপক বরাবরে কারণ অনুসন্ধানে পত্র দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অ-প্রত্যাবাসিত রপ্তানী বিল সংশ্লিষ্ট ২৫ টি ব্যাংকের সকল এডি শাখা কর্তৃক পত্রের জবাব দীর্ঘ ১ বছরে পাওয়া যায়নি এবং কোন ব্যাখ্যা তলব ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৫-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

অ-প্রত্যাবাসিত রপ্তানী বিল সংশ্লিষ্ট এডি ব্যাংক শাখা হতে মূল্যসমূহ প্রত্যাবাসনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ২।

শিরোনামঃ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংককে প্রদত্ত স্বল্প মেয়াদী ঋণ যথাসময়ে আদায় না করায় খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়ায় অনাদায়ী ১১১৭৯৭.৪৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহীর ২০১১-২০১২ সালের হিসাব ০৩/০২/২০১৩ তারিখ হতে ০৩/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে লোন পলিসি নথি, রেজিষ্টার হতে দেখা যায় যে, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংককে প্রদত্ত স্বল্প মেয়াদী ঋণ যথাসময়ে আদায় না করায় খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়ায় অনাদায়ী ১১১৭,৯৭,৪৬,১৩৬ টাকা। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"২" এ দেখানো হলো)।**

অনিয়মের কারণঃ

- মঞ্জুরী পত্রের ক্রমিক নং ৭ (ক) তে শর্ত রয়েছে, স্বল্প মেয়াদী খাতে (কৃষি ঋণ) সকল অর্থ স্ব-স্ব উত্তোলণের তারিখ হতে এক বছর অন্তে পরিশোধ করতে হবে। পত্র নং ৯১০ (১) /২০১২-২৪৫ তাং- ১৩/১১/২০১২ তে দেখা যায় মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আদায় হয়নি। কিন্তু দেখা যায় যে, শর্ত মোতাবেক স্বল্প মেয়াদী ঋণ আদায় না করায় রাকাবের ঋণগুলি খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়ায় সরকারের বিপুল পরিমাণ ঋণ অনাদায়ী রয়েছে।
- শর্ত নং ১০ তে উল্লেখ রয়েছে, রাকাব কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে ঋণ আদায়ের যাবতীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিপুল পরিমান ঋণ অনাদায়ী থাকায় প্রমাণিত হয় যে, রাকাব এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তদারকী করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- রাকাবের নিকট পাওনা হতে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসের শেষ তারিখে সুদাসল বাবদ ১০.০০ (দশ) কোটি টাকা আদায় করা হয়। স্বল্প মেয়াদী খাতে প্রথম কিস্তিতে উত্তোলিত ১৪৭.১১ কোটি টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক বারবার তাগাদা দেওয়ার পেক্ষিতে সুদসহ আংশিক আসল বাবদ ৫৬.০০ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে, যা ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে নিবিড় তদারকীরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ চুক্তিপত্র শর্ত মোতাবেক স্বল্প মেয়াদী ঋণ এক বছর অন্তর পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু দেখা যায় যে, দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অল্প পরিমাণ টাকা আদায় করা হয়েছে। সুদ আসলে সম্পূর্ণ টাকা আদায় করা উচিত ছিল। অনাদায়ী থাকায় রাকাবের মাঠপর্যায়ে বিপুল পরিমাণ স্বল্প মেয়াদী কৃষি লোন অনাদায়ী রয়েছে, যদি রাকাবকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে জোড়ালো তাগিদ দেওয়া হতো তাহলে উক্ত টাকা খেলাপী ঋণে পরিণত হত না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৩-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতিসত্তর টাকা আদায় করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ -৩।

শিরোনামঃ ব্যাংকের অর্থে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ২০১১-২০১২ আয় বর্ষের বৈতনিক আয়কর প্রদান করায় সরকারের ক্ষতি ১৩.৩৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর শাখা, রংপুর এর ২০১১-১২ সালের হিসাব গত ০৫/০৫/২০১৩ হতে ০২/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বিল-ভাউচার,ট্রেজারী চালান ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সরকার কর্তৃক জারীকৃত আয়কর পরিপত্র-০১ (আয়কর) এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাংকের অর্থে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ২০১১-২০১২ আয় বর্ষের বৈতনিক আয়কর প্রদান করায় সরকারের ক্ষতি ১৩,৩৪,৩৬২ টাকা। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"৩"-এ দেখানো হলো)।**

অনিয়মের কারণঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৯/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখের এসআরও নং-১৩৮মোতাবেক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রত্যেক বৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার মধ্যে আয়করের আওতাভূক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে নিজের মূল বেতনসহ তাঁর আয় এবং আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করে রিটার্ন তৈরি করবেন এবং আয়করও পরিশোধ করবেন।
- পরিলক্ষিত হয় যে, ট্রেজারী চালান নং-১০৬/১,তারিখঃ ২৮/০৬/২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ২০১১-১২ আয় বর্ষের আয়কর বাবদ মোট ১২,৮৯,০৪৮.৭৫ টাকা এবং ট্রেজারী চালান নং-১৩১/১, তারিখঃ ১৯/০৯/১২ খ্রিঃ মোতাবেক ৪৫,৩১৩.০১ টাকা; সর্বমোট ১৩,৩৪,৩৬১.৭৬ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত আয়কর ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংকের অর্থে পরিশোধ করায় ব্যাংক তথা সরকারের উক্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু পরিলক্ষিত হয় যে, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ২০১১-১২ আয় বর্ষে অর্জিত আয় বাবদ উৎসে কর আদায় না করে উক্ত আয় বর্ষের (২০১২-১৩ কর বৎসর) আয় এর বিপরীতে নির্ধারিত আয়কর ব্যাংকের অর্থে উক্ত দুটি কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়েছে যা সরকারী অর্থ ক্ষতির সামিল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- "বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২ এর পত্র নং-এইচআরডি-২(বিএ)৬৫২/২০১২-২৮২৬ মোতাবেক আয়কর পরিশোধ করা হয়েছে" মর্মে জবাব দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ, সরকারী নির্দেশানুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে উৎসে আয়কর পরিশোধের আবশ্যকতা ছিল। উল্লেখ্য যে, জবাবে উল্লিখিত উক্ত পত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর পরিপত্র নং-০১ (আয়কর)/২০১১, তারিখঃ ১৭/০৭/১১ এর আলোকে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংক এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আয়কর পূর্বের ন্যায় ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় হবে। সিদ্ধান্তটি সঠিক নয় কারণ, উক্ত পরিপত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অব্যাহতি দেয়া হয় নাই-বরং বেতন হতে উৎসে কর আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২০-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জড়িত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট হতে জরুরী ভিত্তিতে আদায় করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। একইসঙ্গে, মাসিক বেতন হতে উৎসে আয়কর কর্তনের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও পরামর্শ দেয়া হলো।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

অনুচ্ছেদ ঃ ০৪।

শিরোনামঃ লোকাল এলসি'র মাধ্যমে পরিশোধিত অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৪৪৬.৬৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ রূপালী ব্যাংক লি:.আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, আগ্রাবাদ.চট্টগ্রাম এর ২০০৬ হতে ২০১২ সালের হিসাব ০৫/০৫/২০১৩ হতে ১২/০৬/২০১৩খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন সনে স্থাপিত এলসি রেজিষ্টার, নথি এবং ভ্যাট ট্যাক্স আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, লোকাল এল সি'র মাধ্যমে পরিশোধিত অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৪,৪৬,৬৪,৮৯০.০০ টাকা। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"৪" এ দেখানো হলো)।**

অনিয়মের কারণঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.০০৩.২০১২ তারিখ :০১/০৭/২০১২ খ্রি: অনুযায়ী অর্থ আইন-২০১২ এর বিধান বলে স্থানীয় এলসি এর মাধ্যমে পণ্য সরবরাহের বিপরীতে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে আয়কর বিধিমালা ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ এ উল্লেখিত হার অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য যা ১/৭/২০১২খ্রিঃ হতে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এ ব্যাংক কর্তৃক ১/৭/২০১২খ্রি:তারিখ হতে ২৯/৮/২০১২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত স্থাপিত মোট ০৯টি স্থানীয় এলসি এর মূল্য ৮৯,৩২,৯৭,৮০০.০০ টাকা পরিশোধের বিপরীতে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন করা হয়নি । যার ফলে সরকারের ৪,৪৬,৬৪,৮৯০.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- সরকারের সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও স্থানীয়ভাবে এলসি এর মূল্য পরিশোধকালে উৎসে আয়কর কর্তন না করে রাজস্ব ক্ষতি সাধনের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করত: ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- এ বিষয়ে মূল সার্কুলারটি ২০/১১/২০১২ খ্রি: তারিখে প্রধান কার্যালয় হতে প্রাপ্ত হয়। যার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের এলসি এর ওপর উৎসে কর কর্তন করা যায়নি । উৎসে কর আদায়ের জন্য গ্রাহক এবং সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ চলছে। এ বিষয়ে অগ্রগতি যথাসময়ে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। প্রধান কার্যালয় হতে দেরীতে সার্কুলার প্রাপ্তি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা বলে বিবেচিত। তাছাড়া ইহা দেরীতে প্রাপ্ত হলেও উহা প্রাপ্তির পর আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। জবাব সন্তোষজনক নয় বিধায় ১/৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে আয়কর আদায়যোগ্য ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩১-১০-২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করত: প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানাতে অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ -০৫ ।

শিরোনাম: পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে মেসার্স নূরজাহান সুপার অয়েল ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে এলটিআর ঋণ মঞ্জুর এবং লিমিট অতিরিক্ত ঋণপত্র স্থাপনসহ ঋণ সৃষ্টি করা ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ১৪১১৬.৩৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লি:,আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৬ হতে ২০১২ সালের হিসাব ০৫/০৫/২০১৩ খ্রিঃ হতে ১২/০৬/২০১৩খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড,আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর গ্রাহক (ক) মেসার্স নূরজাহান সুপার অয়েল লিমিটেডকে রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের ২৪/০১/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-প্রকা/অবি/বইবাঅদ/১১/২৬ এর মাধ্যমে ক্রুড পামঅলিন আমদানীর জন্য ঋণপত্র ও এলটিআর এর মাধ্যমে ৩০কোটি টাকার ঋণ সুবিধা ১(এক) বৎসর মেয়াদে প্রদান করা হয়। তবে প্রতিটি এলটিআরের দায় ১৮০ দিনের মধ্যে সমন্বয় করার শর্ত প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত ঋণসমূহের মেয়াদ ০২/০৪/২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। গ্রাহকের ঋণসীমার বিপরীতে ২৭,৫৪,৭৯,১৩৩ টাকা এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করা হয়। একই সঙ্গে ২৫,৮৬,২৭,৫০০ টাকার পিএডি দায় সৃষ্টি করা হয়। মোট ৫৩,৪১,০৬,৬৩৩ টাকার দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে মঞ্জুরীপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে ঋণসীমার অতিরিক্ত ২৩,৪১,০৬,৬৩৩ টাকার দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৫.১" ও "৫.২" এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণ:

- উক্ত ঋণ হিসাবে অদ্যাবধি এলটিআর ঋণের ২৮,৬৯,১৭,৮৭৯ টাকা ও পিএডি ঋণের ২৮,৩১,৬৭,৮৮৪ টাকাসহ সর্বমোট ৫৭,০০,৮৫,৭৬৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- এলসি স্থাপনের সময় এলসি মূল্যের ১০% মার্জিন নগদ আদায়ের শর্ত আরোপ করা হলেও মার্জিন নগদে আদায় না করে এফডিআর লিয়েন রাখা হয়েছে। যা মঞ্জুরী পত্রের শর্তের পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।

(খ) একইভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স জাসমির ভেজিটেবল ওয়েল লিঃ কে ক্রুডপামঅলিন আমদানীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের ০৯/১১/২০১২খ্রিঃ তারিখের পত্র নং প্রকা/বৈবাঋ/১১/৩৮০ এর মাধ্যমে ঋণপত্র ও এলটিআর ঋণ সুবিধা বাবদ ৩০.০০ কোটি টাকা এক বছরের মেয়াদে এলসি স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ঋণসীমার বিপরীতে ২০/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৩৭,৬১,৪৭,৬৭৫ টাকার ২টি এলটিআর সৃষ্টি করা হয়। ঋণসীমা অপেক্ষা ৭,৬১,৪৭,৬৭৫ টাকা অতিরিক্ত ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে যা মঞ্জুরী পত্রের শর্তের পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।

- মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুসারে এলসি মূল্যের ১০% হারে নগদ এলসি মার্জিন আদায়ের শর্ত থাকলেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক নগদে মার্জিন আদায়ের পরিবর্তে এফডিআর লিয়েন রেখে এলসি স্থাপন করা হয় যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য। উক্ত ঋণ হিসাবে ৩১/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৩৬,৫২,৮৯,২৪২ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

(গ) একইভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাররিন ভেজিটেবল ওয়েল লিঃকে প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের ১৯/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-প্রকা বৈবাঋ/১১/৪৩১ এর মাধ্যমে ঋণপত্র ও এলটিআর ঋণ বাবদ ঋণসীমা ৩০.০০ কোটি টাকা ০১(এক) বৎসর মেয়াদে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে গ্রাহককে স্থানীয় বাজার হতে পরিশোধিত পামওয়েল ক্রয়ের জন্য ২৮,২২,২৫,০০০ টাকার স্থানীয় এলসি স্থাপন সুবিধাসহ এলটিআর ঋণ সুবিধা এক বছর মেয়াদে ঋণ মঞ্জুরী করা হয়। গ্রাহকের ঋণ হিসাবে অদ্যাবধি ৪৮,৬২,৫৪,০৩২ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

- এলসি মূল্যের ১০% হিসাবে নগদ মার্জিনে টাকা আদায়ের শর্ত থাকলেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক নগদ মার্জিনের পরিবর্তে এফডিআর লিয়েন রাখা হয়েছে যা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ নূরজাহান সুপার ওয়েল লিঃ এর এলটিআর ঋণের ওভার ডিউ থাকা অবস্থায় মাররিন ভেজিটেবল ওয়েলের ২১.৫৭ কোটি টাকা এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে যা মঞ্জুরী পত্রের শর্তের পরিপন্থী হিসাবে গণ্য।
- পিএডি ঋণের মালামাল কি অবস্থায় রয়েছে তা শাখা হতে তদন্ত করা হয়নি।

- গ্রাহকের তিনটি প্রতিষ্ঠানে মোট ৯০.০০কোটি টাকার উর্ধ্বে ঋণ সৃষ্টি করা যাবে না মর্মে মঞ্জুরীপত্রে শর্তারোপ করা হলেও গ্রাহকের ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এলটিআর ঋণ বাবদ (৩৭,৬১,৪৭,৬৭৬+ ২৭,৫৪,৭৯,১৩৩+ ৪৬,৯৮,২৬,৮০০)=১১২,১৪,৫৩,৬০৯ টাকা ও পিএডি বাবদ ২৫,৮৬,২৭,৫০০ টাকাসহ সর্বমোট ১৩৮,০০,৮১,১০৯ টাকার ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে যা মঞ্জুরী পত্রের শর্তের পরিপন্থী হিসাবে গণ্য। এক্ষেত্রে ৪৮,৮০,৮১,১০৯ টাকার ঋণ বেশী সৃষ্টি করা হয়েছে।
- তিনটি প্রতিষ্ঠানের ঋণের বিপরীতে ৬৬.৮৯ কোটি টাকা সহায়ক জামানত বন্ধক নেওয়া হয়েছে। ফলে সহায়ক জামানত কম বন্ধক নেয়া হয়েছে (১৩৮,০০,৮১,১০৯-৬৬,৮৯,০০,০০০)= ৭১,১১,৮১,১০৯ টাকা।
- গ্রাহক ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান এলটিআর ঋণের মালামাল বিক্রয়পূর্বক ঋণ হিসাবে জমা না করায় গ্রাহক বিশ্বাস ভঙ্গ করা সত্ত্বে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি যা গুরতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- অবিশ্বস্ত গ্রাহককে অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক রেখে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা ব্যাংকের ঋণদান নীতিমালার পরিপন্থী হিসাবে গণ্য।
- আলোচ্য তিনটি প্রতিষ্ঠানের নিকট এলটিআর ও পিএডি বাবদ (১১২,৮৪,৬১,১৫৩+২৮,৩১,৭৬,৮৮৪) = ১৪১,১৬,৩৮,০৩৭ টাকা ক্ষতিজনক অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ একই সময়ে অগ্রণী, জনতা ও সোনালী ব্যাংক হতে বিপুল পরিমাণ এলটিআর ও পিএডি ঋণ গ্রহণ করার পর উহার দায় পরিশোধ করেনি। সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যবস্থাপক উক্ত গ্রাহকগণের ব্যবসার মূলধনের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে ঋণ প্রদানের সুপারিশ করায় ও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সরেজমিনে যাচাই না করে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ছাড়া ঋণ মঞ্জুর করার ফলে ব্যাংকের উক্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণ আদায়ের জন্য গ্রাহকের সহিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ৩০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে গ্রাহক টাকা পরিশোধ করবেন বলে অঙ্গিকার করেছেন। তা না হলে পোষ্ট ডেটেড চেক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে নগদায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ একজন অবিশ্বস্ত গ্রাহককে ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত মর্টগেজ না নিয়ে গ্রাহকের ব্যবসার মূলধনের চাহিদা যাচাই না করে এবং মার্জিন নগদে আদায় না করে এলসি স্থাপনসহ এলটিআর ঋণ বিতরণ করা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩১-১০-২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অনিয়মিতভাবে এল সি স্থাপনসহ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের সাথে জড়িত কমর্কর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ -০৬।

শিরোনাম: শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতা বহির্ভূত ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় এবং উক্ত অনিয়মের বিষয়ে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদান ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ২৯৯৪.৬৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

রূপালী ব্যাংক লি:,আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৬ হতে ২০১২ সালের হিসাব ০৫/০৫/২০১৩ খ্রিঃ হতে ১২/০৬/২০১৩খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতা বহির্ভূত ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় এবং উক্ত অনিয়মের বিষয়ে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ঘটোনোত্তর অনুমোদন প্রদান ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ২৯৯৪.৬৩ লক্ষ টাকা।**(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"৬" এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণঃ

- রূপালী ব্যাংকের আর্থিক ক্ষমতা বিধিমালা অনুসারে শাখা ব্যবস্থাপকের ডেফার্ড এলসি স্থাপনের কোন আর্থিক ক্ষমতা নেই। তদুপরি শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ১২/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মেসার্স নূরজাহান ফ্লাওয়ার মিঃ লিঃ চট্টগ্রামের অনুকূলে কানাডা হতে গম আমদানীর জন্য ২৮,১৩,৬২,৩৫৪ টাকার ২ টি ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা হয়। শাখা ব্যবস্থাপক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করে ব্যাংকের বর্ণিত অর্থের ক্ষতি সাধন করেছে।
- সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের ০৮/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-প্রকা/বৈবাঋ/১২/১৬৩ অনুসারে গ্রাহকের পূর্বের মেয়াদোত্তীর্ণ দায়সমূহ সমন্বয় করা সাপেক্ষে ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদান করা হয়। কিন্তু গ্রাহক আলোচ্য মেয়াদোত্তীর্ণ দায় পরিশোধ করেনি।
- প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ঘটনোত্তর অনুমোদনের মাধ্যমে শাখা ব্যবস্থাপককে নিয়ম বহির্ভূতভাবে এলসি খোলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলেও গ্রাহক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বকেয়া দায়সহ আলোচ্য পিএডি দায় সমন্বয় না করায় ব্যাংকের ২৯,৯৪,৬৩,৩৩২ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত ঋণের বিপরীতে কোন সহায়ক জামানত মর্টগেজ করা হয়নি। যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- দীর্ঘদিন যাবৎ পিএডি দায় সমন্বয় না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করাও গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আমদানীকৃত মালামাল (গম) গ্রাহক কর্তৃক কারখানায় ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করলেও ব্যাংকের তাগাদা সত্ত্বেও গ্রাহক টাকা পরিশোধ করেননি। চলতি সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করবে বলে অঙ্গীকার করেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শাখা ব্যবস্থাপকের আর্থিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও এলসি স্থাপন করা ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থী। এছাড়া মালামাল বিক্রি করে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ না করার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা না নেওয়াও গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি জরা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর ও ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার জন্য এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে এলসি স্থাপন করায় ঋণ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তা ও ঋণ সুপারিশকারী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ অবিলম্বে আপত্তিকৃত অনাদায়ী টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ :০৭।

শিরোনামঃ ব্যবস্থাপকের আর্থিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ডেফার্ড এলসি, লোকাল এলসি স্থাপন ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের এলটিআর ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ১০১৭০.৮৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

রুপালী ব্যাংক লিমিটেড, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম এর ২০০৬ হতে ২০১২ সালের হিসাব ০৫/০৫/২০১৩ হতে ১২/০৬/২০১৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এলসি রেজিষ্টার ও নথি, এলটিআর রেজিষ্টার ও নথি, পিএডি ঋণ খতিয়ান, বাৎসরিক হিসাব বিবরণী ও শ্রেণীকৃত ঋণের বিবরণী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স সামান্নাজ সুপার ওয়েল লি. এর অনুকূলে ৩০/০৩/২০১২ খ্রি. তারিখে ৮টি মেয়াদোত্তীর্ণ এলটিআর ঋণের ২৭.৬৬ কোটি টাকা অনাদায়ী থাকা অবস্থায় এবং শাখা ব্যবস্থাপকের আর্থিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ০৫/০৩/২০১২ খ্রি. তারিখে ১৮০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৫৪৭২.০০ লক্ষ টাকার ডেফার্ড এলসি খোলা হয়। উক্ত এলসি স্থাপনকালে উঁহার সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এসএ ওয়েল রিফাইনারী লিমিটেডের ০৪টি এলটিআর ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ছিল ৫.১৮ কোটি টাকা ।**(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"৭" এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগ কর্তৃক শাখা ব্যবস্থাপকের আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এলসি খোলার বিষয়ে কোন বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে উক্ত এলসি খোলার বিষয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগের ০৮/০৫/২০১২খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-১৬২ এর মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং শর্ত প্রদান করা হয়েছে যে, গ্রাহক ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় সমন্বয় করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বকেয়া কোন দায় সমন্বয় করা হয়নি। ফলে ঘটনোত্তর অনুমোদন অকার্যকর হিসাবে বিবেচিত। কাজেই এক্ষেত্রে ক্ষমতা বহির্ভুত কর্মকান্ডের জন্য শাখা ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- ৩০/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মেসার্স সামান্নাজ সুপার ওয়েল লিঃ এর নিকট ২৩,০০,১৬,৮৭৭.০০ টাকা ও এস এ ওয়েলের নিকট ৪০,৭০,৮৫,৩১০.০০ টাকাসহ মোট ৬৩,৭১,০২,১৮৭.০০ টাকা এলটিআর ঋণের অনাদায়ী রয়েছে যা বিএল ঋণে পরিণত হয়েছে।
- শাখা ব্যবস্থাপক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ডেফার্ড এলসি(লোকাল) স্থাপন করায় উক্ত এলসির দায় পিএডি দায় বাবদ ৩১/০৩/২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩৭.৯৯ কোটি টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- গ্রাহক অঙ্গীকার মোতাবেক এলটিআর ঋণের টাকা ও ডেফার্ড এলসির পিএডি ঋণের দায় পরিশোধ না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি যা ব্যাংকের ঋণদান নীতিমালার পরিপন্থী হিসাবে গণ্য।
- গ্রাহকের এলটিআর ঋণের দায়বদ্ধ মালামাল বিক্রয়পূর্বক ঋণ হিসাবে জমা করেনি ফলে গ্রাহক বিশ্বাস ভঙ্গ করায় প্রমাণিত হয় যে, ব্যাংক অবিশ্বস্ত গ্রাহককে কোন সহায়ক জামানত মর্টগেজ ছাড়া ডেফার্ড এলসি স্থাপনসহ এলটিআর ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদ্বয় একইসময়ে অগ্রণী, জনতা ব্যাংক হতে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ সত্ত্বেও ঋণের দায় পরিশোধ করেনি। গ্রাহকদ্বয়ের ব্যবসার প্রকৃত মূলধনের চাহিদা নিরূপন না করে একজন অবিশ্বস্ত গ্রাহককে কোন সহায়ক জামানত মর্টগেজ না নিয়ে ঋণের সুপারিশ, মঞ্জুর ও বিতরণ করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য। উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নিরূপন পূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- বর্ণিত গ্রাহকদ্বয়ের নিকট ব্যাংকের অনাদায়ী রয়েছে(৩৭,৯৯,৮০,৯১১+৬৩,৭১,০২,১৮৭)=১০১,৭০,৮৩,০৯৮ টাকা।
- কোন প্রকারের সহায়ক জামানত মর্টগেজ না নিয়ে ও নগদে মার্জিন আদায় না করে এফডিআর লিয়েন রেখে এলসি স্থাপন করা ব্যাংকের আর্থিক বিধিমালার পরিপন্থী হিসাবে গণ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

প্রধান কার্যালয়ের ২৯/১১/২০১২ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরী পত্র নং- ৩৮৫ এর মাধ্যমে ৯০(নব্বই) দিনের স্থলে ১৮০(একশ আশি) দিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে পুনঃতফসিল করা হয়। ১৩/০৬/২০১৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে বাকী টাকা জমা করার জন্য গ্রাহক আশ্বাস দিয়েছেন। এলটিআর এর টাকা আদায় হলে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে হিসাবটি সমন্বয় করা হবে। অন্যথায় শীঘ্রই গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫—

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গ্রাহকদ্বয়ের বকেয়া ঋণের দায় থাকা অবস্থায় এবং প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ না করে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক এলসি স্থাপন করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য। এছাড়াও পোষ্ট ডেটেড চেক নগদায়ন/কিংবা আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করাও ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী হিসাবে গণ্য।
- উল্লেখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩,০৯/২০১৩ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩১/১০/২০১৩ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৮/০১/২০১৪ খ্রি. তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত না নিয়ে অনিয়মিতভাবে এলসি স্থাপনসহ ঋণ মঞ্জুর ও ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তা ও ঋণ সুপারিশকারী কর্মকর্তাগনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ অবিলম্বে আপত্তিকৃত অনাদায়ী টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ - ০৮।

শিরোনাম ঃ বৈদেশিক রপ্তানি বিল সাইট পেমেন্টের ক্ষেত্রে নির্ধারিত দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ওভারডিউ সুদ রপ্তানি কারকদের নিকট হতে আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৭.০৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপালী ব্যাংক, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১২ সালর হিসাব ০৫/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২১/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে রপ্তানি বিল রেজিষ্টার, এ্যাডভাইস, ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বৈদেশিক রপ্তানি বিল সাইট পেমেন্টের ক্ষেত্রে নির্ধারিত দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ওভারডিউ সুদ রপ্তানিকারকদের নিকট হতে আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৭,০৪,২০৭ টাকা। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট-"৮" এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণঃ

- রূপালী ব্যাংক লিঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সার্কুলার নং- প্রকা/উন্নয়ন/৬ তারিখ ২৩.১.২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার সমন্বয় করার নিমিত্তে পরিচালনা পর্ষদের ২২.১.২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮৭৭ তম সভায় আমানত ঋণ অগ্রিমের উপর সুদের হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। পুনঃনির্ধারিত সুদের হার ১.১.২০১২ খ্রিঃ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়। উল্লিখিত সার্কুলারের ক্রমিক নং ১২ এর নির্দেশ অনুসারে রপ্তানি বিল (এট সাইট) পেমেন্টের ক্ষেত্রে বিল সমূহ ২১ দিনের মধ্যে মূল্য প্রত্যাবাসন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের নিকট হতে আদায় করা বাঞ্চনীয় উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও অত্র শাখা হতে ওভারডিউ সুদ আদায় করা হয়নি। ফলে শিরোনামে বর্ণিত টাকা ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে।
- এছাড়াও ঋণ মঞ্জুরি পত্রের উপ ঋণ সীমা **"ঘ"** এর শর্ত ২ এ রপ্তানি বিলের অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় না হলে অনতিবিলম্বে কারণ ব্যাখ্যাসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়ের জন্য ওভার ডিউ সুদ রপ্তানি কারকের নিকট হতে আদায় করার জন্য বলা হয়েছে।
- ভাউচার পর্যালোচনা করে দেখা যায় রুপালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় আন্তর্জাতিক বিভাগ কর্তৃক বৈদেশিক রপ্তানি বিল সংক্রান্ত যাবতীয় বিকলন ভাউচার সংশ্লিষ্ট শাখার প্রধান কার্যালয়ের হিসাব ডেবিট করে শাখায় প্রেরণ করা হচ্ছে এবং শাখা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের হিসাব বিকলন পূর্বক সমন্বয় করা হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বৈদেশিক রপ্তানি বিল হতে ওভারডিউ সুদ সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকদের নিকট থেকে যথাসময়ে আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ওভারডিউ সুদ আদায় করা হয়নি, ফলে ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লেখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৫-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- রপ্তানিকারকদের নিকট থেকে দ্রুত ওভারডিউ সুদের টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯।

শিরোনামঃ পূর্ববর্তী এলসির দায় অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও নতুন করে এলসি স্থাপন, রপ্তানী ব্যর্থতায় সৃষ্ট বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি), এলটিআর, চলতি মূলধন ঋণ এবং স্থাপনকৃত লোকাল এল **সি'র** মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী সর্বমোট ৩১৫৮৭.**৪৩ লক্ষ** টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ০৩/০২/১৩ খ্রিঃ হতে ২১/০৪/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ শ্রেণী বিন্যাস বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক বিভাগ (বাণিজ্য) শাখার নথি পত্র নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, কারওয়ান বাজার কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স ফেয়ার ইয়ার্ণ প্রসেসিং লিঃ এর নিকট রপ্তানী ব্যর্থতায় সৃষ্ট বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি), এলটিআর, চলতি মূলধন ঋণ এবং স্থাপনকৃত লোকাল এলসি'র দায় মেয়াদউত্তীর্ণ হওয়ার পরও দীর্ঘদিন যাবৎ সর্বমোট ৩১৫,৮৭,৪৩,৩৯২ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। (যার বিবরণ পরিশিষ্ট -৯ এ দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রধান কার্যালয়ের আন্তার্জাতিক বিভাগ (বাণিজ্য) শাখার পত্র নং-আঃবিঃ ১০(৪১৩)/২য় খন্ড/২০১০-১১/৫৫৮৫ তাং-১৯/০৫/২০১১ খ্রিঃ মোতাবেক ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ৫% মার্জিনে ডেফার্ড এলসি লিমিট ২৬০ কোটি টাকা (মেয়াদ ১২০ দিন), সাইট এলসি লিমিট (স্থানীয়/বৈদেশিক) ১৫ কোটি টাকা, এলটিআর লিমিট ৩০ কোটি টাকা, চলতি মূলধন ঋণ ২০ কোটি টাকা, আইবিপি লিমিট ৯৫ কোটি টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৪২০ কোটি টাকার প্যাকেজ লিমিট নবায়ন ও মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।
- বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি) সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন বাধ্যতামূলক হলেও শাখা ব্যবস্থাপক প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকেই বিল অব এক্সচেঞ্জ(পিএডি) সৃষ্টি করেছে। বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি) একটি ফান্ডেড দায়। উক্ত ঋণ সৃষ্টির পূর্বে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত নেয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও কোন প্রকার সহায়ক জামানত নেয়া হয় নাই।
- ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আমদানী মালামালের মার্জিন অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা প্রদানের পর ডকুমেন্ট ছাড়করণ করতঃ বন্দর হতে মালামাল গ্রাহক কর্তৃক ছাড়করণের নিয়ম। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের যোগসাজসে ডকুমেন্টস ছাড়করণ না করে মালামাল ছাড় করে নিয়ে যায়। ফলে বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি) দায় অনাদায়ী থেকে যায়।
- ঋণ গ্রহীতার নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় উদ্যোক্তা কর্তৃক পূর্ববর্তী স্থাপনকৃত এলসির দায় মেয়াদউত্তীর্ণ অনাদায়ী থাকা অবস্থায় নতুন করে সুতা আমদানী করার লক্ষ্যে আরো বিপুল পরিমাণ এলসি স্থাপন করা হয়। উক্ত এলসি'র দায় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত ১৯০,৪০,৪১,৯০৫ টাকা বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি) সৃষ্টি করে অন্যান্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে ঋণ গ্রহীতার নিকট সুদাসলে ২১৩,৯৮,৫৪,১৪৮ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী রয়েছে।
- ঋণ গ্রহীতার নথি ও এলসি সংক্রান্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় বর্তমানে ঋণ গ্রহীতার নিকট ৬৭টি লোকাল এলসি'র বিপরীতে স্থাপনকৃত ৪৬,৬৩,১৩,২৮৮ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বিবরণী হতে দেখা যায় ০১/০৩/১১ খ্রিঃ হতে ১৯/১০/১১ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৩ টি লোকাল এলসি'র দায় বাবদ ১০,০৫,১৮,৮১৩ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ থাকা অবস্থায় নতুন করে বিপুল পরিমাণ লোকাল এলসি স্থাপন করা হয়েছে।
- ঋণ গ্রহীতার এলটিআর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ২৭/১০/১১ খ্রিঃ হতে ২২/০৩/১২ খ্রিঃ পর্যন্ত ২০টি ঋণের মাধ্যমে ২৬,৬০,৬৫,৮০৮ টাকা এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করা হয়। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় ২৭/১০/১১ খ্রিঃ হতে ০৩/০১/১২ খ্রিঃ পর্যন্ত ২৫,৭৫,৩৯,২৮৩ টাকা অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও ১৭/০১/১২ খ্রিঃ হতে ২২/০৩/১২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৬টি ঋণের মাধ্যমে ৬,১৯,১৪,৮১৩ টাকার এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এলটিআর ঋণ কেবলমাত্র বিশ্বস্ত আমদানীকারকদের প্রদান করা হয়। আমদানী সংক্রান্ত ডকুমেন্টস আসার পর আমদানী মূল্য হতে মার্জিন বাদ দিয়ে অবশিষ্ট এলটিআর ঋণে স্থানান্তর করে ডকুমেন্টস আমদানীকারকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আমদানীকারক মালামাল বিক্রয় করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদাসলে পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকলেও নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত সর্বমোট ৩২,৮৪,৯২,৮৩৮ টাকা মেয়াদউত্তীর্ণ অনাদায়ী রয়েছে। আমদানীকৃত পণ্যের কোন ষ্টক পাওয়া যায়নি।

- ঋণ গ্রহীতার চলতি মূলধন ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় বিতরণকৃত ঋণের মেয়াদ ১৯/০৫/১২ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হলেও নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত সুদাসলে সর্বমোট ২২,৪০,৮৩,১১৯ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। অর্থাৎ (২০,০০,০০,০০০-২২,৪০,৮৩,১১৯) = ২,৪০,৮৩,১১৯ টাকা সীমাতিরিক্ত দায়স্থিতি বিদ্যমান।
- ঋণ গ্রহীতার পিএডি বাবদ ২১৩,৯৮,৫৪,১৪৮ টাকা, লোকাল এলসি'র দায় বাবদ ৪৬,৬৩,১৩,২৮৮ টাকা,এলটিআর ঋণ বাবদ ৩২,৮৪,৯২,৮৩৭ টাকা ও সিসি (হাঃ)ঋণ বাবদ ২২,৪০,৮৩,১১৯ টাকাসহ সর্বমোট ৩১৫,৮৭,৪৩,৩৯২ টাকার অনাদায় সৃষ্টি হয়েছে।
- ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে কালিয়াকৈর থানাধীন ১০৫.২৫ একর জমি, বিল্ডিং ষ্টীল ষ্ট্রাকচার, যন্ত্রপাতি বন্ধক নেয়া হয়েছে। যার বাধ্যতামূলক মূল্য ধরা হয়েছে ৫২,১২,৩৭,০০০ টাকা। দায়ের তুলনায় জামানত ঘাটতি রয়েছে ২৬৩.৭৫ কোটি টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- শাখা কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করায় তদন্ত পূর্বক উক্ত শাখার পূর্বতন দুজন শাখা ব্যবস্থাপক (উপ-মহাব্যবস্থাপক) কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং অন্যান্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা উত্তর প্রতিষ্ঠানের এমডি জনাব জসিম আহমেদ ০২/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনাদায়ী মেয়াদউত্তীর্ণ পাওনা পুনঃতফসিলসহ ঋণ হিসাবটি নবায়নের জন্য পুনরায় আবেদন করেছেন। ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলকরণ নিমিত্ত বিআরপিডি সার্কুলার ১৫/২০১২ তারিখ-২৩/০৯/১২ খ্রিঃ এর আলোকে ডাউন পেমেন্ট হিসেবে সর্বমোট ১৫ কোটি টাকার অগ্রিম চেক প্রদান করেন। ২৯/১১/১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উদ্যোক্তা কর্তৃক উক্ত ডাউন পেমেন্ট হিসাবে শাখায় ৫ কোটি টাকা প্রদত্ত চেকের পরিবর্তে নগদে পরিশোধ করেন এবং অবশিষ্ট ১০ কোটি টাকার চেক শাখায় জমা রয়েছে। যার দেয় তারিখ ছিল ৩১/০১/১৩ খ্রিঃ । তবে তা নগদায়ন হয়নি। উপরোক্ত প্রেক্ষিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে উদ্যোক্তার সাথে ঋণ পরিশোধ বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ঋণ গ্রহীতার নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় শাখা ব্যবস্থাপক অনিয়মিতভাবে মেয়াদউত্তীর্ণ এলসি'র অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও নতুন করে বিপুল পরিমাণ এলসি স্থাপন করেছে। এলটিআর ঋণের বিপুল পরিমাণ মেয়াদউত্তীর্ণ অনাদায়ী থাকা অবস্থায় নতুন করে আরো এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে। যাহার দায় দায়িত্ব শাখা ব্যবস্থাপকের উপর বর্তায় ।চলতি মূলধন ঋণ বিতরণের পর হতে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক কোন টাকাই পরিশোধ করা হয় নাই। এতেই প্রতীয়মান হয় যে কোন প্রকার যাচাই বাছাই ছাড়াই শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ বিতরণ করেছে। অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনাদায়ী টাকা আদায়ে আইনগত পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক।
- **উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-০৮-২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।**

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- **ক্ষমতা বর্হিভুতভাবে এলসি স্থাপন ও ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে ব্যাংকের চাকুরীবিধি অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণের অনাদায়ী টাকা দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।**

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনামঃ মেসার্স ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজ, অটো ডিফাইন এর অনুকূলে সৃষ্ট বিল অব **এক্সচেঞ্জ**, এলটিআর এবং চলতি মূলধন এবং ফিয়াজ ট্রেডিং এর অনুকূলে প্রদত্ত চলতি মূলধন ঋণের মেয়াদউত্তীর্ণ, সীমাতিরিক্ত ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত ঋণের দায় বাবদ অনাদায়ী **১২৩৭৪.৮২ লক্ষ টাকা**।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ০৩-০২-১৩ খ্রিঃ হতে ২১-০৪-১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আন্তর্জাতিক বিভাগ (বাণিজ্য) শাখার নথিপত্র ও সিএল বিবরণী হতে দেখা যায় বনানী কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে সৃষ্ট বিল অব এক্সচেঞ্জ এর ১৮,৯১,৪৬,৩৮৮ টাকা, এলটিআর ঋণের ৪২,৭৪,০১,১৮৮ টাকা এবং চলতি মূলধন ঋণের ২২,৯২,১৬,৩০৪ টাকা মোট ৮৪,৫৭,৬৩,৯১৬ টাকা, মেসার্স অটো ডিফাইন এর অনুকূলে সৃষ্ট বিল অব এক্সচেঞ্জ ১,৯৭,৯৮,৬২৭ টাকা, এলটিআর ঋণের ২,৯৯,০৯,৩০৯ টাকা এবং চলতি মূলধন ঋণের ১৯,২৫,০৬,১৮৫ টাকা মোট ২৪,২২,১৪,১২১ টাকা এবং ফিয়াজ ট্রেডিং এর অনুকূলে প্রদত্ত সিসি (হাইপো) ঋণের ১৪,৯৫,০৪,১৪৯ টাকা সর্বমোট ০৩টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১২৩,৭৪,৮২,১৮৬ টাকা মেয়াদউত্তীর্ণ ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত অনাদায়ী রয়েছে। (যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"১০" এ দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগ (বাণিজ্য) শাখার ঋণ মঞ্জুরীপত্র নং-আঃবিঃ-১০(৪১১)/২০১০-১১/৪২৩ তাং-১৬/০৮/১০ খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে এলসি লিমিট ৩০ কোটি টাকা, এলটিআর লিমিট ২০ কোটি টাকা, চলতি মূলধন ঋণ ২০ কোটি টাকা, মেসার্স অটো ডিফাইন এর অনুকূলে এলসি লিমিট ১৫ কোটি টাকা, এলটিআর লিমিট ১২ কোটি, চলতি মূলধন ঋণ ১৬ কোটি টাকা এবং ফিয়াজ ট্রেডিং এর অনুকূলে চলতি মূলধন ঋণ ১৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। উক্ত ঋণের মেয়াদ মঞ্জুরীপত্র নং-৩৪৪৭ তাং-২১/০৪/২০১০ খ্রিঃ হতে ০১ বছর পর্যন্ত।
- ঋণ গ্রহীতার নথি, সিএল বিবরণী এবং ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় ভোগ্যপণ্য ও কৃষি পণ্য আমদানীর লক্ষ্যে ২৫/০১/১১ খ্রিঃ হতে ১৯/০৬/১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মেসার্স ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে ০১৫২১০০১০০৭৬, ০১৫২১১০১০০১১, ০১৫২১১০১০০০৯ নং ০৩টি এলসি স্থাপন করা হয়। উক্ত এলসি'র দায় পার্টি কর্তৃক পরিশোধ না করায় ২৫/০১/১১ হতে ১৯/০৬/১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি) সৃষ্টি করে অন্য ব্যাংকের দায় বাবদ ১৭,০৩,৫২,৯৭১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক উক্ত বিল অব এক্সচেঞ্জ এর দায় পরিশোধ না করায় নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত সুদাসলে ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজ এর নিকট ১৮,৯১,৪৬,৩৮৮ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। অপরদিকে অটো ডিফাইন কর্তৃক রিকন্ডিশন গাড়ী আমদানীর লক্ষ্যে ২৭/০৩/১১ খ্রিঃ তারিখে ০১৫২১০০১০১১৮ নং-আমদানী এলসি স্থাপন করা হয়। উক্ত আমদানী এলসি'র দায় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ না করায় ২৭/০৩/১১খ্রিঃ তারিখে বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি) সৃষ্টি করে অন্য ব্যাংকের দায় বাবদ ১,৮৯,৮১,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক উক্ত বিল অব এক্সচেঞ্জ এর দায় পরিশোধ না করায় নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত সুদাসলে অটো ডিফাইন এর নিকট ১,৯৭,৯৮,৬২৭ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। **২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট (১৮,৯১,৪৬,৩৮৮ +১,৯৭,৯৮,৬২৭) =২০,৮৯,৪৫,০১৫ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।**
- ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আমদানীকৃত মালামালের মার্জিন অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা প্রদানের পর ডকুমেন্টস ছাড়করণ করতঃ বন্দর হতে মালামাল গ্রাহক কর্তৃক ছাড়করণের নিয়ম। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের অগোচরে ডকুমেন্টস ছাড়করণ না করে মালামাল ছাড় করে নিয়ে যায়। ফলে ব্যাংকের দায় গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ না করায় সৃষ্ট বিল অব এক্সচেঞ্জ এর দায় দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী রয়েছে। বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি) সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক হলেও শাখা ব্যবস্থাপক প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নেন নাই।
- মেসার্স ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজ নথি পত্র এবং ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় ১০/০৮/১০ হতে ৩০/০৯/১০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ১২টি এলটিআর ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে ৩৭,৭১,৭৩,১৯১ টাকা বিতরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের এলটিআর লিমিট ২৪ কোটি টাকা হলেও এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে ৩৭,৭১,৭৩,১৯১ টাকার। যাহা লিমিট অতিরিক্ত ১৩,৭১,৭৩,১৯১ টাকা। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজ এর পূর্বে প্রদানকৃত এলটিআর এর দায় সমন্বয় না হওয়া সত্ত্বেও ০৩/০৩/১১ হতে ৩০/০৩/১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ০৫টি ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে পুনরায় ৫,৭৪,২৩,২০৮ টাকা ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজকে বিতরণ করা হয়েছে। অপরদিকে অটো

৬—

ডিফাইন এর এলটিআর ঋণ সংক্রান্ত নথি ও ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় ২৯/০৯/১০ হতে ০৬/০২/১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ০৪টি এলটিআর ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে ৩,০৯,০৫,৬৪০ টাকা বিতরণ করা হয়। উক্ত ঋণের টাকা দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী রয়েছে। এলটিআর ঋণ শুধু মাত্র বিশ্বস্ত আমদানীকারকদের প্রদান করার নিয়ম। আমদানী সংক্রান্ত ডকুমেন্টস ব্যাংকে আসার পর আমদনী মূল্য হতে মার্জিন বাদ দিয়ে অবশিষ্ট এলটিআর ঋণে স্থানান্তর করে ডকুমেন্টস আমদানীকারকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আমদানীকারক মালামাল বিক্রয় করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদাসলে পরিশোধ করে নাই। ফলে নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজ এর নিকট ৪২,৭৪,০১,১৮৮ টাকা এবং অটো ডিফাইন এর নিকট ২,৯৯,০৯,৩০৯ টাকাসহ সর্বমোট= ৪৫,৭৩,১০,৪৯৭টাকা অনাদায়ী রয়েছে, যা বর্তমানে ক্ষতি হিসাবে দেখানো হয়েছে।

- মঞ্জুরীপত্রের শর্ত অনুযায়ী ঋণ পত্রের বিপরীতে স্থাপনকৃত এলটিআর ঋণের মাধ্যমে আমদানীকৃত মালামাল এর মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে সংরক্ষণের নির্দেশনা থাকিলেও নথিতে তা পাওয়া যায়নি।
- মেসার্স ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজ, অটো ডিফাইন এবং ফিয়াজ ট্রেডিং এর চলতি মূলধন ঋণ সংক্রান্ত নথি ও ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় সবগুলি ঋণের মেয়াদ ২০/০৭/১১ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হলেও মেসার্স ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজ এর নিকট নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত সুদাসলে ২২,৯২,১৬,৩৪০ টাকা, মেসার্স অটো ডিফাইন এর অনুকূলে সুদাসলে ১৯,২৫,০৬,১৮৫ টাকা এবং মেসার্স ফিয়াজ ট্রেডিং এর অনুকূলে সুদাসলে ১৪,৯৫,০৪,১৪৯ টাকা মেয়াদউত্তীর্ণ ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হয়ে অনাদায়ী রয়েছে। উক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের নিকট তিনটি ঋণ হিসাবে (২২,৯২,১৬,৩৪০+১৯,২৫,০৬,১৮৫+১৪,৯৫,০৪,১৪৯)= ৫৭,১২,২৬,৬৭৪ টাকা ক্ষতিজনক অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্ত-১১ অনুযায়ী চলতি মূলধন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় কার্যালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকীর নির্দেশনা থাকলেও শাখা ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় কার্যালয় টাকা আদায়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।
- মূলতঃ যথেষ্ট যাচাই বাছাই ছাড়াই ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় টাকা আদায় সম্ভব হচ্ছে না।
- উল্লেখিত অনাদায়ী টাকা আদায়ে ব্যাংক কর্তৃক কোন আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- ঋণ গ্রহীতার জামানত হিসাবে নেয়া হয়েছে সফিপুর, কালিয়াকৈর, আশুলিয়া বাজার, জয়দেবপুর, মিরপুরে ১১.৭০৮৯ শতক কৃষি জমি, হাজারীবাগ, মুড়লী, খিলগাঁও, বাইলজুড়ি মৌজায় ১.০১৮৭ পৌর জমি, হাজারীবাগে ০৫ তলা দালান যাহার বাধ্যতামূলক বিক্রয় মূল্য ধরা হয়েছে ৯২,৭২,৩৫,০০০টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ফিয়াজ গ্রুপের অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত লিমিট সীমার মধ্যে শাখা কর্তৃক এলটিআর এবং চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শাখা কর্তৃক স্থাপিত এলসি সমূহের দায় উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিশোধ না করায় ইউপিসি ৬০০ এর আওতায় বৈদেশিক ব্যাংকের বিল সমূহ পরিশোধ করার জন্য বিল অব এক্সচেঞ্জ দায় (ফোর্সড লোন) সৃষ্টি হয়েছে। এলটিআর এবং চলতি মূলধন ঋণ সীমা অতিক্রম করা হয়নি। উদ্যোক্তা কর্তৃক ঋণ পরিশোধ না করায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আরোপিত সুদ স্থিতির সাথে যুক্ত হওয়ায় লিমিট সীমা অতিক্রম করেছে। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে নগদে ২৮ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। উদ্যোক্তা কর্তৃক ঋণ দায় পরিশোধ না করায় গৃহীত জামানতি সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- মঞ্জুরীপত্রে ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজের এলটিআর লিমিট ২০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হলেও ব্যাংক কর্তৃক লিমিট অতিরিক্ত এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যাংকের গাফিলতির কারণে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক আমদানীকৃত পণ্য বিক্রয় করে ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করে টাকা অন্যত্র স্থানান্তর করে নিয়ে যায়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও ব্যাংক টাকা আদায়ের কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-০৮-২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অবিলম্বে আপত্তিতে বর্ণিত ক্ষতির দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ব্যাংকের অনাদায়ী টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনামঃ মেসার্স কেয়া ইয়ার্ণ মিলস্ লিঃ এর অনুকূলে লীমিট অতিরিক্ত এলসি স্থাপন, রপ্তাণী ব্যর্থতায় সৃষ্ট বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি), এলটিআর ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত অনাদায়ী সর্বমোট ১২২৬২.১৭ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ০৩/০২/১৩ হতে ২১/০৪/১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ শ্রেণী বিন্যাস বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক বিভাগ (বাণিজ্য) শাখার নথি পত্র নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, কাওরান বাজার কর্পোরেট শাখার মেসার্স কেয়া ইয়ার্ণ মিলস্ লিঃ এর অনুকূলে লিমিট অতিরিক্ত এলসি স্থাপন, রপ্তানী ব্যর্থতায় সৃষ্ট বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি), এলটিআর ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ ও ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়ার পরও দীর্ঘদিন যাবৎ সর্বমোট ১২২,৬২,১৬,৫৬৪ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"১১" তে দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগ (বাণিজ্য) শাখার পত্র নং-আঃবিঃ ১০(৩৮১)/২০১০-১১/১৯৯৮ তাং-০৬/১২/২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ভোগকৃত সাইট এলসি লিমিট ১০ কোটি টাকা, এলটিআর লিমিট ৯ কোটি টাকা, আইবিপি লিমিট ৫৫ কোটি টাকা, ৫% মার্জিনে ১৮০ দিনের ডেফার্ড এলসি লিমিট ৬০কোটি টাকা ৩০/০৮/২০১০ তারিখ হতে ১ বছরের জন্য নবায়ন ও মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।
- নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে লীমিট অতিরিক্ত বিপুল পরিমাণ টাকার এলসি স্থাপন করা হয়েছে। উদ্যোক্তা কর্তৃক সুতা আমদানীর লক্ষ্যে স্থাপনকৃত এলসির দায় নির্ধারিত সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি) সৃষ্টি করে অন্যান্য ব্যাংকের ১০৫,৮৬,৫৬,৭০৮ দায় পরিশোধ করা হয়েছে। যেহেতু এলসি লিমিট ৬০ কোটি টাকা সেহেতু বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি) ৬০ কোটি টাকার অধিক হওয়ার কথা নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও লিমিট অতিরিক্ত বিপুল পরিমাণ টাকার এলসি স্থাপন করা হয়েছে।
- ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আমদানী মলামালের মার্জিন অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা প্রদানের পর ডকুমেন্ট ছাড়করণ করতঃ বন্দর হতে মালামাল গ্রাহক কর্তৃক ছাড়করণের নিয়ম। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের যোগসাজসে ডকুমেন্টস ছাড়করণ না করে মালামাল ছাড় করে নিয়ে যায়। ফলে বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি) দায় বাবদ সুদাসলে ১১৫,৮৪,৪৯,৪৪৯ টাকা নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত অনাদায়ী রয়েছে।
- ঋণ গ্রহীতার নথি এবং ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় ২২/০৬/১১ খ্রিঃ তারিখে পণ্য আমদানীর লক্ষ্যে ৬,৪০,০১,৯৮৫ টাকা, ২৩/০৬/১১ খ্রিঃ তারিখে ২,৫৯,৯৮,০০০ টাকা এলটিআর ঋণ বিতরণ করা হয়। এলটিআর ঋণ কেবলমাত্র বিশ্বস্ত আমদানীকারকদের প্রদান করা হয়। আমদানী সংক্রান্ত ডকুমেন্টস আসার পর আমদানী মূল্য হতে মার্জিন বাদ দিয়ে অবশিষ্ট এলটিআর ঋণে স্থানান্তর করে ডকুমেন্টস আমদানীকারকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আমদানীকারক মালামাল বিক্রয় করে ১২০ দিনের মধ্যে সুদাসলে পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকলেও নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৭৭,৬৭,১১৫ টাকা মেয়াদউত্তীর্ণ অনাদায়ী রয়েছে। আমদানীকৃত পণ্যের বর্তমান কোন ষ্টক পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- মেসার্স কেয়া ইয়ার্ণ মিলস লিঃ এর অনাদায়ী পাওনা পুনঃতফসিলকরণের জন্য গ্রাহক ০৬/০৪/১৩ খ্রিঃ তারিখে পে-অর্ডার মূলে ৭ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে জমা করেছেন। অনাদায়ী টাকা আদায়/নিয়মিতকরণের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সাথে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। অনাদায়ী পাওনা পুনঃ তফসিলকরণের কার্যক্রম শাখা পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে লীমিট অতিরিক্ত বিপুল পরিমাণ টাকার এলসি স্থাপন করা হয়েছে। উদ্যোক্তা কর্তৃক সুতা আমদানীর লক্ষ্যে স্থাপনকৃত এলসির দায় নির্ধারিত সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি) সৃষ্টি করে অন্যান্য ব্যাংকের ১০৫,৮৬,৫৬,৭০৮ দায় পরিশোধ করা হয়েছে। যেহেতু এলসি

লিমিট ৬০ কোটি টাকা সেহেতু বিল অব এক্সচেঞ্জ (পিএডি) ৬০ কোটি টাকার অধিক হওয়ার কথা নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও লিমিট অতিরিক্ত বিপুল পরিমাণ টাকার এলসি স্থাপন করা হয়েছে। অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনাদায়ী টাকা আদায়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৩-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অনাদায়ী টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ -১২।

শিরোনামঃ বার বার সুদ মওকুফ ও পুনঃতফসিল করার ফলে মেসার্স কাঁচপুর প্রসেসিং লিঃ এর প্রকল্প ঋণের ৪৩৬.২০লক্ষ টাকা অনাদায়ী ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মূখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ এর আওতাধীন সিদ্ধিরগঞ্জ শাখা, নারায়ণগঞ্জ এর ১৯৯৩-৯৪ হতে ২০১১-১২ সালের হিসাব ১২-১২-২০১২ থেকে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ঋণ লেজার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র হতে দেখা যায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর তৃতীয় ঋণের আওতায় প্রকল্প পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রকল্পটি স্থাপনের জন্য ৩০-০৬-১৯৯০ খ্রিঃ তারিখ ১৪০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ২২-১২-৯২খ্রিঃ তারিখ বাণিজ্যিক উৎপাদনে গেলে ৫.০০ লক্ষ টাকা সি.সি. (হাঃ) এবং ১০.০০ লক্ষ টাকা সি.সি.(প্লেজ) ঋণ বিতরণ করা হয়। শুরুতেই প্রকল্পটি লাভজনক না হওয়ায় ১৯-০৩-১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখ ৪৮.৫৮ লক্ষ টাকা বি এম আর ই ঋণ সহায়তায় প্রকল্পটিতে কিছু অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়। পরবর্তীতে নানাবিধ জটিলতার কারণে প্রকল্পটি রুগ্ন শিল্পে পরিণত হলে উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিচালনা পর্ষদের ২৮৯ তম সভায় ৩১-১২-১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আরোপিত সাধারণ সুদের ৫০% মওকুফ করা হয় এবং মওকুফোত্তর অবশিষ্ট ৫০% সুদসহ অন্যান্য খরচ সুদবিহীন ব্লক হিসাবে স্থানান্তর পূর্বক ৪০ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায়ের শর্ত আরোপ করা হয়। ঋণগ্রহীতা শর্তানুযায়ী ঋণ পরিশোধ না করে পুনরায় সুদ মওকুফের আবেদন করলে পরিচালনা পর্ষদের ৩০-১১-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৯১ তম সভায় আরোপিত সুদের ৭৫% এবং অনারোপিত সুদের ১০০% মওকুফ করা হয় এবং ১৩৩.২৮ লক্ষ টাকা ব্লক হিসাবে স্থানান্তর পূর্বক ০১-০২-২০০৫ হতে ০১-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ২৮ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায়ের নিমিত্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শর্তানুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে সময়সীমা বর্ধিতকরণের আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখা ও মূখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়ের প্রকল্প পরিধারণ বিভাগ কর্তৃক ২৮-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"১২" তে দেখানো হলো)।**

অনিয়মের কারণঃ

- সুদ মওকুফ সংক্রান্ত ৩০-১২-২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের সিদ্ধান্ত (২) এর "ঘ" অনুযায়ী দুইটি কিস্তি খেলাপ করলে মওকুফ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সমুদয় পাওনা আদায়ের জন্য অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর আওতায় মামলা দায়ের করতে হবে। উক্ত শর্ত অনুযায়ী কিস্তি পরিশোধ না করায় সুদ মওকুফ সুবিধা বাতিলযোগ্য। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সুদ মওকুফ সুবিধা বাতিল না করে ২৮-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করেন।
- ২৮-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পুনঃতফসিল শর্তানুযায়ী চলতি মূলধন ঋণের অবশিষ্ট পাওনা ৬.০০ লক্ষ টাকা আদায়ের পর পুনঃতফসিল সুবিধা কার্যকর হওয়ার কথা। সি.সি. লেজার হতে দেখা যায় ০৭-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখ ৩০,০০০টাকা, ২৪-০১-১১ খ্রিঃ তারিখ ২০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। এভাবে বার বার অল্প পরিমাণ অর্থ আদায় করে ২৮-০৬-২০১২ তারিখ আদায় শেষ করে হিসাব বন্ধ করা হয় এবং ০২-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে প্রকল্প ঋণের অর্থ আদায় শুরু করা হয়। শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত কিস্তি হিসেবে আদায় না করে ০২-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখ ১,৫০,০০০টাকা, ১৪-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ ৫০,০০০টাকা, ০৬-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখ ৪১,০০০ টাকা হিসেবে আদায় করা হয়। ফলে উক্ত পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিলযোগ্য এবং মওকুফকৃত সুদসহ সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণটি সার্বক্ষণিক তদারকী করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- তাৎক্ষণিক জবাবে অডিটি প্রতিষ্ঠান হতে জানানো হয় যে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কিস্তি আদায় করা হয় না। তথাপি অনাদায়ী ঋণ আদায়ের স্বার্থে শাখা উক্ত অর্থ গ্রহণ করে থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, পুনঃতফসিল শর্তানুযায়ী কিস্তি আদায় না হলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিলযোগ্য। কাজেই পুনঃ তফসিল সুবিধা বাতিল করে সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৩-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল করে অনাদায়ী দায়ের সমুদয় অর্থ আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ - ১৩।

শিরোনাম ঃ লোকাল এলসি'র মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৩১১.৫৫ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয় ,চট্টগ্রাম ও এর অধীনস্থ ষোলশহর শাখা ,চট্টগ্রামের ১৯৯৪-১২ সালের হিসাব ০৩/০২/১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭/০৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থাপিত এল/সি রেজিষ্টার/নথি,আয় লেজার,সমাপনী বিবরণী,সাপ্লিমেন্টারী লেজার এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, লোকাল এল সি'র মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য অর্থ হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৩১১.৫৫ লক্ষ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"১৩" তে দেখানো হলো)।

অনিয়মের কারণ :

- মেসার্স রহমান ট্রেডার্স লিঃ,খাতুনগঞ্জ,চট্টগ্রাম কর্তৃক ১৩/৮/২০১২ হতে ২০/৯/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থাপিত মোট ১১ টি স্থানীয় এল/সি'র বিপরীতে মোট ৬২৩১.০০ লক্ষ টাকার বিল পরিশোধকালে নির্ধারিত হারে উৎসে কর কর্তন না করায় ৩,১১,৫৫,১৫০.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল -২, ঢাকা এর নথি নং-১-ই-৩১৯/২০১২-২০১৩/৪৪৩(৭০) তারিখ ঃ ০৪/১১/২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী অর্থ আইন-২০১২ এর মাধ্যমে ঠিকাদারী, সরবরাহকারীদের ন্যায় লোকাল এল সি'র মাধ্যমে প্রদেয়/পরিশোধিত অর্থকেও উৎসে আয়কর কর্তনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- যথাসময়ে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা না পাওয়ায় আপত্তিতে বর্ণিত স্থানীয় এল/সি'র মূল্য পরিশোধকালে উৎসে কর কর্তন করা হয়নি। এ বিষয়ে বিকেবি, প্রধান কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারী রাজস্ব আইন মোতাবেক যথাযথভাবে রাজস্ব আদায় না করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ।
- চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসের আওতাধীন শাখাসমূহের উল্লেখিত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় । জবাব না পাওয়ায় ২০-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয় । সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারী পত্র জারী করা হয় । অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি ।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দ্রুত অনাদায়ী উৎসে কর আদায় করে উহার প্রমানকসহ জবাব নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য সুপারিশ করা হলো ।

অনুচ্ছেদ -১৪।

শিরোনামঃ বন্ধকী সম্পত্তির সঠিকতা যাচাই না করে মেসার্স আব্বাস ট্রেডিংকে প্রদত্ত চলতি মুলধন ঋণ ও এলটিআর এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ৩১৩২.৪৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখার ২০০৭-১২ সনের হিসাব ০৫/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সি এল, মেসার্স আব্বাস ট্রেডিং কে প্রদত্ত ঋণদ্বয়ের মঞ্জুরীপত্র, ব্যাংক বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বন্ধকী সম্পত্তির সঠিকতা যাচাই না করে ঋণ মঞ্জুরীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে মেসার্স আব্বাস ট্রেডিংকে প্রদত্ত চলতি মুলধন ও এল টি আর এর মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী ৩১,৩২,৪৪,৪৮৭ টাকা ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"১৪" তে দেখানো হলো)।**

অনিয়মের কারণঃ

- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এর আন্তর্জাতিক বিভাগ(বাণিজ্য) শাখার সুত্র নং-বিকেবি-প্রশা/আরবি ১০(৪৪২)/২০১০-১১/২৮৯৯ তারিখ-৩১/০১/১১ খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স আব্বাস টেডিংকে ১০% মার্জিনে ৫০.০০ কোটি টাকার এলসি লিমিট, ৩০.০০ কোটি টাকার এল টি আর লিমিট এবং ৫.০০ কোটি টাকার সিসি(হাঃ) লিমিট সহ সর্বমোট ৮৫.০০ কোটি টাকার কম্পোজিট লিমিট ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- বিদেশ হতে চাউল আমদানীর জন্য মেসার্স আব্বাস ট্রেডিং এর অনুকূলে ১০/০২/১১ ও ১৪/০২/১১ খ্রি: তারিখে এল সি নং :০৫০১১১০১০০০৯ ও ০৫০১১১০১০০১০ এর মাধ্যমে যথাক্রমে ২৩,২০,১৬,৫৬৩ ও ৭,২৬,৪৫,৪৫৭ টাকার এলসি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত এলসির বিপরীতে এলটিআর নং:০৮/২০১১খ্রি: তারিখ-১০/০৩/১১ খ্রি: এর মাধ্যমে ২০,৩৫,৮৩,৫৬৩ টাকা এবং এলটিআর নং-১৩/২০১১ খ্রি: তারিখঃ ২৮/০৩/১১খ্রি: এর মাধ্যমে ২,২৭,৩২,৪৫৭ টাকার ২টি এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করা হয়।
- ঋণ মঞ্জুরীপত্রের "ঝ" নং শর্তে এলটিআর সৃষ্টির ১২০ দিনের মধ্যে ১৩% সুদে সমন্বয়ের কথা থাকলেও উক্ত এলটিআর ঋণ ২টি সমন্বয় করা হয়নি। ফলে ৩১/০৫/২০১৩ খ্রি: তারিখে এলটিআর নং: ০৮/২০১১ এর বিপরীতে ২৪,৪০,০৪,৯৭৭ টাকা এবং এলটিআর নং-১৩/২০১১ এর বিপরীতে ১,৭৭,৩১,৪৫২টাকা অর্থাৎ মোট (২৪,৪০,০৪,৯৭৭+১,৭৭,৩১,৪৫২) টাকা = ২৬,১৭,৩৬,৪২৯ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী অবস্থায় রয়েছে।
- অপরদিকে ঋণ গ্রহীতার চলতি মূলধন ঋণ সীমা ৫.০০কোটি টাকার বিপরীতে ৪,৯৫,০০,০০০ টাকা বিতরণের পর ৩১/০৫/২০১৩ খ্রি: তারিখে আদায়যোগ্য ৫,৯০,৭৮,০৫৮ টাকার মধ্যে মাত্র ৭৫,৭০,০০০ টাকা আদায় হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫,১৫,০৮,০৫৮ টাকা অনাদায়ী অবস্থায় রয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের "ঝ" শর্ত মোতাবেক চলতি মূলধন ঋণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায়ের কথা থাকলেও এক্ষেত্রে কখনো তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। তাছাড়া মঞ্জুরীপত্রের "থ" নং শর্তে গ্রহীতার প্যাকেজ ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক যথাযথভাবে তদারকীর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে সঠিক ভাবে তা পরিপালন করা হয়নি।
- উক্ত ঋণদ্বয় মঞ্জুরের জন্য আবেদনকারীর পটিয়া উপজেলাধীন ৩.৭৫ একর ভুমি ও দালান কোঠা বন্ধক রাখা হয়, যার মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৩৭,৫০,০০,০০০ টাকা। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার সম্পত্তির সঠিকতা যাচাইয়ে দেখা যায় যে, জমি ও দালান কোঠার বিপরীতে ঋণ হিসাবটি মঞ্জুর করা হয়েছিল তা সঠিক ছিল না। বর্তমানে ঋণ গ্রহীতার ২টি এলটিআর বাবদ ২৬,১৭,৩৬,৪২৯ টাকা এবং চলতি মুলধন ঋণ বাবদ ৫,১৫,০৮,০৫৮ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট (২৬,১৭,৩৬,৪২৯+৫,১৫,০৮,০৫৮) টাকা = ৩১,৩২,৪৪,৪৮৭ টাকা অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে রয়েছে।
- উল্লেখ্য যে, ঋণ গ্রহীতার অনাদায়ী টাকা আদায়ের লক্ষ্যে বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে ঋণ গ্রহীতা উক্ত নিলাম বিজ্ঞপ্তি বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করেন। ফলে হাইকোর্টের স্থগিত আদেশের কারণে নিলাম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তি মাঠ কর্মকর্তা সরেজমিনে পরিদর্শন ও ভুমি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সহযোগীতায় রেকর্ডপত্র যাচাই করে সঠিক মুল্যায়ন রিপোর্ট দাখিল করেছে। উদ্যোক্তা ব্যাংকে ৪টি দালান জামানত হিসাবে প্রস্তাব করে দলিলপত্র এবং প্ল্যান দাখিল করে। অনুমোদিত প্ল্যানের তফসিল ও দাখিলকৃত দলিলপত্র একই হওয়ায় ব্যাংক প্রস্তাবিত দালান সমুহ ঋণের জামানত হিসাবে বন্ধক গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় দালানসমুহ প্ল্যান করার সময় প্রকৌশলী প্ল্যানের তফসিল ভুল করায় বন্ধকীকৃত দালানের ভুমির দাগ খতিয়ান সঠিক ছিল না। শাখার অনুরোধে সংশ্লিষ্ট ভুমি অফিসের সার্ভেয়ার বন্ধকী সম্পত্তি সরেজমিনে যাচাই ও রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদান করেন। জমির স্বত্ব কোন প্রকার ত্রুটি ধরা পড়েনি। বন্ধকী দালানের ভুমির তফসিল প্ল্যানে ভুল থাকায় প্রকৃত ভুমি তফসিল চিহ্নিত করে দেন। উদ্যোক্তা দালানের প্রকৃত ভুমি ব্যাংকে সংশোধন বন্ধকী দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে বন্ধক প্রদান করে আপত্তি নিস্পত্তি করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। রীট মামলা উঠে গেলে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় এবং উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণের টাকা সুদাসলে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা উক্ত জবাব বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় মাঠ কর্মকর্তার সরেজমিনে বন্ধকী সম্পত্তি পরিদর্শন সঠিক ছিল না। বন্ধকীতব্য জমি ও সম্পদ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক দিয়ে যাচাই ও মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন করা আবশ্যক। তাছাড়া সুষ্ঠ তদারকীর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ ও আদায় নিশ্চিত করা আবশ্যক ছিল ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩১-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বন্ধকী সম্পত্তির ভুল রিপোর্ট প্রদানের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবিলম্বে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫।

শিরোনাম ঃ মেসার্স আনিকা এন্টারপ্রাইজকে স্থানীয় এলসি এর মূল্যের বিপরীতে প্রদত্ত LTR ঋণ আদায় না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিভাবে পুনরায় LC এবং LTR ঋণসীমা বৃদ্ধি করতঃ প্রদত্ত LTR দীর্ঘ দিন যাবৎ অনাদায়ী থাকায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ১২৯৮৮.৮৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর আওতাধীন বিকেবি, ষোলশহর শাখা চট্টগ্রাম এর ১৯৯৪-২০১২ সনের নিরীক্ষা ০৩/০২/২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭/০৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে LC রেজিষ্টার, LTR নথি, বাৎসরিক হিসাব বিবরণী, ঋণ খতিয়ান ও শ্রেণীকৃত ঋণের বিবরণী নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে ,

মেসার্স আনিকা এন্টারপ্রাইজকে স্থানীয় এলসি এর মূল্যের বিপরীতে প্রদত্ত LTR ঋণ নির্দিষ্ট মেয়াদে আদায় না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে পূণরায় LC সহ LTR ঋণসীমা বৃদ্ধি করতঃ প্রদত্ত LTR দীর্ঘ দিন যাবৎ মেয়াদ উত্তীর্ণ (শ্রেণীকৃত) অনাদায়ী যাহা সময়ের ব্যবধানে মন্দ ও ক্ষতি (B/L) হিসাবে ১২৯,৮৮,৮৬,৫৫৬ টাকা। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"১৫" তে দেখানো হলো)।**

অনিয়মের কারণঃ

- বিকেবি, পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরীপত্র নং-৪৪৭৪ তাং-২৯/০৬/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স আনিকা এন্টারপ্রাইজ, সুরাইয়া ম্যানসান, ৩০,আগ্রাবাদ বানিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রামকে ৮০.০০ কোটি টাকা এলসি লিমিট এবং ৬০.০০ কোটি টাকা LTR ঋণ সীমা এক বছরের জন্য মঞ্জুর করা হয়। বর্ণিত মঞ্জুরীর আলোকে গ্রাহক কর্তৃক ১৭/০৭/১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫/০৮/১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থাপিত স্থানীয় এলসি এর অবসায়নকালে মূল্যের বিপরীতে ৭(সাত) টি পৃথক LTR ঋণ বিতরণ করা হয়। বর্ণিত ঋণ সুবিধা বহাল থাকা অবস্থায় ২৫/০৮/১০ খ্রিঃ তারিখ পুনরায় আরো অতিরিক্ত ৩৫.৯২ কোটি টাকার LTR ঋণ সুবিধা মঞ্জুরী দেয়া হয় (মঞ্জুরী পত্র নং-৫৬৮ তাং-২৫/০৮/১০)। এরই ফলশ্রুতিতে গ্রাহক পূর্ববর্তী প্রদত্ত LTR ঋণ পরিশোধ না করা সত্ত্বেও পুনরায় ৩১/০৮/১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ১০/০৩/১১ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আরো ৮(আট)টি স্থানীয় এলসির মূল্যের বিপরীতে LTR হিসাবে বিতরণ করা হয়। এই নিয়ে ১৭/০৭/১০ হতে ১০/০৩/১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পূর্ব প্রদত্ত LTR সমূহ ১২০ দিনের মধ্যে আদায়/সমন্বয় ব্যতিরেকে মোট ১৫টি LTR এ সর্বমোট ৯২,৭০,৮৫,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। উক্ত বিতরণকৃত ৯২.৭১ কোটি টাকার বিপরীতে জামানত হিসেবে ৩.৩২ কোটি টাকার জমি নেয়া হয়। যাহা বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৩০(ত্রিশ) অংশ। জামানতের সহিত অসামঞ্জস্য ঋণ বিতরণ প্রকারান্তরে গ্রাহককে আর্থিক আনুকুল্য প্রদানের সামিল। ১৫(পনের)টি LTR ঋণের মধ্যে গ্রাহক শুধুমাত্র ১ম LTR (নং-৩৮/২০১০) এর বিপরীতে মাত্র ১,২৪,৩৩,৬০৯ টাকা পরিশোধ ব্যতীত অপর ১৪(চৌদ্দ)টি LTR এর মেয়াদ দীর্ঘ তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আর কোন টাকাই পরিশোধ করেননি।

ফলে ৩১/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুদসহ সর্বমোট অনাদায়ী ১২৯,৮৮,৮৬,৫৫৬ টাকা। যাহা আদায়ের জন্য ব্যাংক শাখা কর্তৃক নিয়মিত যোগাযোগ করা সত্ত্বেও গ্রাহক ঋণ পরিশোধে বিরত থাকে। দীর্ঘ দিন যাবৎ মেয়াদ উত্তীর্ণ শ্রেণীকৃত এই ঋণ সময়ের ব্যবধানে মন্দ ও ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত।

সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় আরো যে সকল অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

(ক) বৈদেশিক এবং স্থানীয় এলসির জন্য মঞ্জুরী দেয়া হলেও গ্রাহক কোন বৈদেশিক এলসি স্থাপন করেননি।

(খ): বিপুল পরিমান টাকার চাল, গম ও সোডা আমদানী দেখানো হলেও মঞ্জুরীপত্রের শর্ত (জ) অনুযায়ী LTR এর বিপরীতে জামানত হিসাবে আমদানীকৃত মালামালের উপর "হাইপোথিকেশন চার্জ" সৃষ্টি করার নির্দেশ দেয়া হলেও ব্যাংক কর্তৃক তা করা হয়নি। মালামালের মজুদ বিবরণী সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে মর্মে প্রমান পাওয়া যায়নি। যার ফলে ক্রয়কৃত মজুদ মালামালের পরিমান, অবস্থান এবং গুনগত মান সম্পর্কে ব্যাংক নিশ্চিত নয়। ফলশ্রুতিতে গ্রাহক ঋণ পরিশোধের অনিহাসহ ব্যাংক কর্তৃক আনুকূল্য পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

(গ:) মঞ্জুরীপত্রের শর্ত (ণ) অনুযায়ী LTR এর আওতায় পণ্যের আমদানী ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শাখায় একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে "তদারকীর" দায়িত্ব প্রদান করতে হবে বলে নির্দেশ থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এবং (ঘ) শর্ত অনুযায়ী এই লিমিট সুবিধা ভবিষ্যতে যাতে মেয়াদ উত্তীর্ণ/শ্রেণীকৃত না হয়ে পড়ে তার জন্য

শাখা, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম এবং বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম সরাসরি তদারকি করবে এবং মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্থাপিত LC/LTR ও মজুদ মালামালের প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ পরিপালন করা হয়নি।

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র এবং আয়করের প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ঋণ গ্রহীতার হাল নাগাদ দায়/সম্পদের পরিমান তথা গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাই করা যায়নি।

- ফলে ঋণ গ্রহীতা পরোক্ষভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে ব্যাংক হতে আনুকূল্য গ্রহণপূর্বক বিপুল পরিমাণ টাকা অ-পরিশোধিত (শ্রেণীকৃত)অবস্থায় রয়েছে।
- প্রতিটি এলটিআর এর মেয়াদ ১২০ দিন হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ তিন বছরেরও অধিককাল ঋণের টাকা পরিশোধ করা হয়নি এবং ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত গ্রাহকের ১৫টি অগ্রিম চেকের মূল্য নগদায়ন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত বিষয়ে অর্থঋণ আদালতেও কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। যাহা আবশ্যক ছিল।
- পূর্ববর্তী এলটিআর সমন্বয় এবং পণ্যের অবস্থান নিশ্চিত না করে পুনরায় ঋণ সীমা বর্ধিত করে অনিয়মের মাধ্যমে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন পূর্বক প্রদত্ত জামানতের ৩০ গুণ অধিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যাংকের ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনা আদয়ের জন্য নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট এক্টের আওতায় LTR এর বিপরীতে প্রাপ্ত অগ্রিম তারিখ সম্বলিত ১৫টি চেকের জন্য মহানগর দায়রা জজ আদালতে ১৫টি মামলা করা হয়। এই আইনের অতিরিক্ত অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়েরের জন্য প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন চাওয়া হয়। আইন বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে দেওয়ানী বা অর্থঋণ আদালতে মামলা না করাই শ্রেয়তর হবে মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যাংক কর্তৃক খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য অর্থঋণ আদালত একটি বিশেষায়িত আদালত। এই আদালতের মাধ্যমে দ্রুততর সময়ে মামলা নিষ্পত্তি সম্ভব ছিল। অর্থঋণ আদালতকে পাশ কাটিয়ে ফৌজদারী মামলা করায় মামলায় দীর্ঘ সূত্রিতার অবকাশ রয়েছে। ফলে টাকা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত পরিমান সহায়ক জামানত মর্টগেজ না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাসহ অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করত: নিরীক্ষাকে প্রমাণক সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ -১৬।

শিরোনাম: আমদানী এলসি এর মূল্যের বিপরীতে মেসার্স এন এ কর্পোরেশনকে প্রদত্ত এলটিআর ঋণ যথাসময়ে আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ১৩০৪.৯১ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর আওতাধীন বিকেবি, ষোলশহর শাখা, চট্টগ্রামের ১৯৯৪-২০১২ সনের হিসাব ০৩/০২/২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭/০৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এলসি রেজিষ্টার, এলসি নথি, এলটিআর ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত রেকর্ড পত্র নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, আমদানী এলসি মূল্যের বিপরীতে মেসার্স এন এ কর্পোরেশন-কে প্রদত্ত এলটিআর ঋণ যথাসময়ে আদায় না হওয়ায় কালক্রমে মন্দ ও ক্ষতি (বিএল) ১৩,০৪,৯১,৩১২ টাকা। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"১৬" তে দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণঃ

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ব্যাংক শাখা কর্তৃক মেসার্স এন এ কর্পোরেশন, চট্টগ্রামের পক্ষে স্থানীয় এলসি খোলার মাধ্যমে আমদানী মূল্যের বিপরীতে ০৭-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সর্বমোট ১১টি এলটিআর ঋণ বিতরণ করা হয়। যার মধ্যে ০৭-০২-১২ হতে ০২-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিতরণকৃত মোট ৪টি ঋণ ৩১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ(নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত) মন্দ ও ক্ষতি হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্ণিত ঋণগুলি মঞ্জুরীর শর্ত অনুযায়ী ১২০ দিনের মধ্যে সমন্বয় হওয়ার শর্ত থাকলেও ঋণ গ্রহীতা রেকর্ড পত্রে বর্ণিত ১নং ক্রমিকের ঋণ খাতে মাত্র ৩,৬১,৭৩,৯৭৮ টাকা পরিশোধ করেন। কিন্তু অন্যান্য ঋণ হিসাবে কোন টাকাই জমা দেন নাই। ফলে ৩১-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪টি হিসাবে সুদসহ সর্বমোট ১৩,০৪,৯১,৩১২ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী রয়ে যায়। যা নিরীক্ষার সময় পর্যন্ত (বিএল) মন্দ ও ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত। যার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় যে সকল অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে দেখানো হলো ঃ

(ক) ঋণ গ্রহীতা তাদের ২৯-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র ১৩,০৫০ মেঃ টন গম মজুদ প্রদর্শন করেন। কিন্তু উক্ত গম কোন গুদামে / কোন এলাকায় আছে তার কোন বিবরণ নেই। উপরন্তু এই মজুদ বিবরণী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই করা হয়নি ।

(খ)মজুদ মালামাল বীমাকৃত নেই। অর্থাৎ হালনাগাদ বীমা পলিসি সরবরাহ করা হয়নি।

(গ)প্রতিষ্ঠানের Audited Balance Sheet সংগ্রহ করা হয়নি।

(ঘ) ২০১১-১২ সনের আয়কর প্রদানের সনদ সরবরাহ করা হয়নি।

(ঙ) মালিক পক্ষের অঙ্গীকারনামা ছাড়া আর কোন জামানত নেয়া হয়নি এবং গ্রাহক শাখার একজন বিশ্বস্ত গ্রাহক নয়।

(চ) LTR এর নির্ধারিত সময় ১২০ দিন অতিক্রান্তের জড়িত টাকা আদায়ের আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহকের সহিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বর্ণিত অনিয়ম সমূহ নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ বর্ণিত টাকা অতিসত্ত্বর আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- গ্রাহকের ব্যবসায়িক অবস্থা যাচাই না করে এবং শাখার বিশ্বস্ত গ্রাহক না হওয়া সত্ত্বেও ঋণ মঞ্জুরীর সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানাতে অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ ঃ১৭।

শিরোনামঃ চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর বিদ্যুৎ বিল হতে আদায়কৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩৭.৮৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও এর অধীনস্থ ০৮ টি শাখার ১৯৯২ হতে ২০১২ সালের হিসাব ০৩/০২/২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭/০৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -৩ এর বিদ্যুৎ বিল এর নথি,ভাউচার,ব্যয় বিবরণী, সমাপণী হিসাব ও এ সংক্রান্ত রেজিষ্টার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -৩ এর বিদ্যুৎ বিল হতে কর্তনকৃত ভ্যাট চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকার ৩৭,৮৪,১৬৯ টাকা (জরিমানা সহ) রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"১৭" তে দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণঃ

- চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং- চপবিস-/৩০০.৬৭/২০০৫/২০২তারিখঃ ৩১/৭/২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ম্যানেজার, বিকেবি, বারৈয়ার হাট শাখা, মিরসরাই, চট্টগ্রামকে "বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহের জন্য চলতি হিসাব পরিচালনার নিয়মাবলী" এর অনুচ্ছেদ নং-৬ মোতাবেক বর্তমানে প্রবর্তিত সরকারি রাজস্ব কোড নং-১/১১৩৩/০০২৫/০৩১১ এ জমা পূর্বক সুপারিনটেনডেন্ট/রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টম একসাইজ ও ভ্যাট, চট্টগ্রাম সার্কেল, চট্টগ্রাম এর দপ্তরে আদায়কৃত ভ্যাট এর বিবরণী প্রেরণ করার নির্দেশনা রয়েছে।
- ১৯৯১ সনের ২২ নং আইনের ধারা ৩৭ এর (খ)(৩), ৩(ক), ৩ (খ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী -

  (১). উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী উৎসে কর্তিত কর নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে, তাকে নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিবস হতে অপরিশোধিত অর্থের উপর মাসিক অর্থের ২ (দুই) শতাংশ হারে দন্ড সুদ পরিশোধ করতে হবে।

  (২). সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ব্যক্তি, কর্তিত মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদানে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ টাকা ব্যক্তিগত জরিমানা করতে পারবেন ।

- ইউটিলিটি ভ্যাট জমার স্বপক্ষে প্রমানক প্রদর্শন না করায় - ভ্যাট বাবদ আদায়কৃত অর্থ ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষণ করা ভ্যাট আইনের পরিপন্থী । ভ্যাট আইন ১৯৯১ এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী সাজাযোগ্য অপরাধ।
- চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি - ৩, সরকারী ও বিকেবি, প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা পরিপালন না করায় বারৈয়ার হাট ব্যাংক শাখায়, জানুয়ারী/২০০৯ হতে ২৫ মার্চ/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত আদায়কৃত ভ্যাট প্রধান কার্যালয়ের উপর ইস্যুকৃত এ্যাডভাইস এর মাধ্যমে মোট ২৩,৭১,৮৮৪ টাকা, ভ্যাট বাবদ ব্যাংক শাখায় সংরক্ষিত ভ্যাট হিসাবে ২৫মার্চ/১৩ ভিত্তিক হিসাব বিবরণী অনুযায়ী ১১,৯৬,১৬২ টাকা এবং অপরিশোধিত অর্থের উপর মাসিক অর্থের ২ (দুই) শতাংশ হারে দন্ড সুদ বাবদ ২,১৬,১২৩ টাকা সহ সর্বমোট **৩৭,৮৪,১৬৯** টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না হওয়ায় উপরোক্ত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -৩ এর আওতাধীন বিল হতে আদায়কৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করা ও আদায়কৃত ভ্যাট দীর্ঘদিন ব্যাংক হিসাবে ১১,৯৬,১৬২ টাকা সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সরকারি রাজস্ব ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এর বিষয়ে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জমা করে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩,সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম এর সাথে ম্যানেজার, বিকেবি, বারৈয়ার হাট শাখা,মিরসরাই, চট্টগ্রাম এর ৬ নং শর্তানুযায়ী কোড নং-১/১১৩৩/০০২৫/০৩১১ এ জমা পূর্বক সুপারিনটেনডেন্ট/রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টম একসাইজ ও ভ্যাট, চট্টগ্রাম সার্কেল,চট্টগ্রাম এর দপ্তরে আদায়কৃত ভ্যাট এর বিবরণী প্রেরণ না করে শর্ত ভংগ করেছেন। ভ্যাট বাবদ আদায়কৃত অর্থ ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষণ

করা ভ্যাট আইনের পরিপন্থী। আপত্তিকৃত **৩৭,৮৪,১৬৯** টাকা সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক জমার সমর্থনে চালানের কপিসহ নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যারধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা অনতিবিলম্বে সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ১৮।

শিরোনামঃ উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে আমদানী এলসি স্থাপন এবং আমাদানীকৃত পণ্যের মূল্য নগদে আদায় ব্যতিরেকে ডকুমেন্টস্ ছাড়করণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য (পিএডি) ক্ষতি ১১২.৮১ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মূখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা এর নিয়ন্ত্রনাধীন বিকেবি, দৌলতপুর শাখার ২০১০-১২ সালের হিসাব প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় ১৬/০৬/২০১৩খ্রিঃ হতে ২২/০৬/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এলসি ওপেন রেজিষ্টার, ডকুমেন্টস নথি, এ্যাডভাইস নথি, বিল অব এক্সচেঞ্জ একাউন্ট রেজিষ্টার ও ষ্টেটমেন্টসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স শাহাদ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল এর নামীয় ২টি এলসি'র বিপরীতে ২০১১ সালে সৃষ্ট "বিল অব এক্সচেঞ্জ" এর টাকা আদায়ের ব্যাপারে আইনানুগ/কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ১,১২,৮১,৫০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট -"১৭" তে দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণঃ

- ভারত হতে ২০০ মেঃ টন সয়াবিন এক্সট্রাকশন আমদানীর জন্য মেসার্স শাহাদ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল প্রোঃ মোঃ শাহাদত হোসেন খুলনা এর আবেদনে এবং বিকেবি দৌলতপুর শাখার সুপারিশে বিকেবি কর্পোরেট শাখা খুলনার মাধ্যমে ২০/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখে এলসি নং- ০৫০২-১১-০১-০০৪৭ খোলা হয়। উক্ত মালামালের মূল্য ৮৭,২০০ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৬৩,৬৫,৬০০ টাকা। উক্ত পরিমান টাকার মালামাল ছাড়করণের পর ০৪/০৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ডকুমেন্টস্ সমূহ ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রেক্ষিতে রপ্তানীকারককে মোট ৬৪,২২,০১৮ টাকা পরিশোধপূর্বক বিকেবি খুলনা কর্পোরেট শাখার ০৮/০৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখের ৫টি ডেবিট এডভাইসের প্রেক্ষিতে এলসি মূল্য ৬৩,৬৫,৬০০ টাকার ১০% মার্জিন বাবদ ৬,৩৬,৫৬০ টাকা সমন্বয়পূর্বক বিকেবি দৌলতপুর শাখায় মেসার্স শাহাদ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল এর নামে ০৮/০৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখে পরবর্তী ৯০ দিন মেয়াদে সুদসহ সমুদয় টাকা পরিশোধের শর্তে ৫৭,৮৫,৪৫৮ টাকার "বিল অব এক্সচেঞ্জ"/পিএডি ঋণ সৃষ্টি করতঃ "বিল অব এক্সচেঞ্জ" হিসাব নং- ৯০০০৮০ তে উক্ত টাকা ডেবিট করা হয়।
- বিল অব এক্সচেঞ্জ/পিএডি'র নিয়মানুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে সুদসহ সমুদয় টাকা পরিশোধের শর্ত থাকলেও পার্টি ১৩/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মাত্র ১৫,৭০,৫১০ টাকা জমা দিয়েছেন। গ্রাহকের নিকট নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত ৩,৪২,৬৪,৫০০ টাকা অনাদায়ী অবস্থায় রয়েছে।
- নেপাল হতে ১০০ মেঃ টন মসুরের ডাল আমদানীর জন্য একই পদ্ধতিতে একই পার্টিকে বিকেবি খুলনা কর্পোরেট শাখার মাধ্যমে ২৫/০৪/২০১১ খ্রিঃ তারিখে এলসি নং- ০৫০২-১১-০১০০৭৭ খোলা হয়। মালামালের মূল্য ১১১৫০০ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৮১,৮৪,১০০ টাকা।
- ডকুমেন্টস সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর রপ্তানীকারককে মোট ৮৩,০৬,৭৫০ টাকা পরিশোধ পূর্বক বিকেবি কর্পোরেট শাখা খুলনা কর্তৃক ২০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ইস্যুকৃত ২টি ডেবিট এডভাইসের প্রেক্ষিতে এলসি মূল্য ৮১,৮৪,১০০ টাকার ১০% মার্জিন বাবদ ৮,১৮,৫০০ টাকা সমন্বয় পূর্বক ২১/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে পরবর্তী ৯০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৭৪,৮৮,২৫০ টাকার "বিল অব এক্সচেঞ্জ"/পিএডি সৃষ্টি করতঃ বিকেবি দৌলতপুর শাখায় "বিল অব এক্সচেঞ্জ" হিসাব নং- ৯০০০৮০ তে ডেবিট করা হয়।এক্ষেত্রেও নিয়মানুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে সুদসহ সমুদয় টাকা আদায় করা হয়নি। পার্টি ৩১/১১/২০১১ খ্রিঃ হতে ২৪/০৭/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মাত্র ৫,০০,৯৯৫ টাকা জমা দিয়েছেন। তার নিকট ৭০,১৭,০০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে সুদারোপ করা হয়েছে। রেজিষ্টার মোতাবেক দুটি ক্ষেত্রে অনাদায়ীর পরিমান যথাক্রমে ৪২,৬৪,৫০০ এবং ৭০,১৭,০০০ সর্বমোট ১,১২,৮১,৫০০ টাকা।
- উল্লেখ্য এলসি'র বিপরীতে সৃষ্ট এই ২টি "বিল অব এক্সচেঞ্জ" এর ক্ষেত্রে কোন সহায়ক জামানত নেই।
- উক্ত ক্ষেত্রদ্বয়ের অনাদায়ী টাকা পরিশোধের জন্য বিকেবি দৌলতপুর শাখা কর্তৃক সর্বশেষ ০৪/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পত্র নং বিকেবি/দৌলতপুর/হিসাব নং-০৬/১২-১৩/১৮৮৩(৫) মাধ্যমে পার্টিকে তাগাদা দেয়া হয়। কিন্তু নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত আর কোন টাকা জমা/আদায় হয়নি। বিল অব এক্সচেঞ্জ বাবদ সৃষ্ট উক্ত ঋণ ২টি "ব্যাড এন্ড লস" হিসেবে শ্রেণী বিন্যাসিত হয়ে গিয়েছে। অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যাপারে আইনানুগ/প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের উক্ত ১,১২,৮১,৫০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে ।
- পিএডি'র দায় গ্রাহকের নিকট হতে নগদে আদায় না করে স্থল বন্দর হতে মালামাল ছাড়করণের জন্য ডকুমেন্টস ছাড়করণ করা হয়েছে। যা ব্যাংকিং নিয়মের পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।

- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আর্থিক বিধিমালা অনুসারে শাখা ব্যবস্থাপক অর্থাৎ এজিএম পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার ১০% মার্জিনে এলসি খোলার আর্থিক ক্ষমতা নেই। তদুপরি ডকুমেন্টস্ ছাড়করণের সময় আমদানীকৃত মালের মূল্য নগদে আদায় না করে ডকুমেন্টস্ ছাড়করণের মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। উক্ত ক্ষতির সাথে জড়িত শাখা ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে চাকুরী বিধিমালা অনুসারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করাও গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব যথাযথ নয়। এলসির বিপরীতে সৃষ্ট "বিল অব এক্সচেঞ্জ" এর টাকা প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা ৯০ দিনের মধ্যে সুদসহ আদায়যোগ্য থাকলেও তা আদায় করা হয়নি। অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যাপারে ব্যাংক শাখা কিংবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনানুগ/কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উক্ত ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্ব ১২-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আলোচ্য অনিয়মের সাথে জড়িত শাখা ব্যবস্থাপকসহ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাসহ ঋণের অনাদায়ী টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৯।

শিরোনামঃ উদ্যোক্তাগণের ইকুইটির অর্থ বিনিয়োগ করার সামর্থ্য বিবেচনা না করে অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করার পর প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ায় ব্যাংকের আদায় অনিশ্চিত ১৩৬৯.৮৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী এর ২০১১-২০১২ সালের হিসাব ০৩.০২.২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩.০৩.২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কালাই জয়পুরহাট শাখার গ্রাহক মেসার্স "কলিন ফুড প্রসেসিং লিঃ" ধুনট, কালাই, জয়পুরহাটের ঋণের নথিসমূহ যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, অনভিজ্ঞ উদ্যোক্তা এবং উদ্যোক্তাগণের ইকুইটির অর্থ বিনিয়োগ করার সামর্থ্য বিবেচনা না করে অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করার পর প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ায় ব্যাংকের আদায় অনিশ্চিত ১৩,৬৯,৮৭,০০০ টাকা। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৯" এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী এর ঋণ ও অগ্রীম বিভাগ-১ এর পত্র নং- প্রকা/ঋওঅ-১/কলিন ফুড প্রসেসিং-২০/০৩/০৪/৭৯৪(২) তারিখ: ১৬/০৩/২০০৪ খ্রিঃ মোতাবেক কাঁচামাল সংরক্ষণের জন্য ৩৫০০ মেঃ টন হিমাগারসহ পটেটো চিপস উৎপাদন প্রকল্পে ৬০৪.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। প্রকল্প ঋণের বিপরীতে সহজামানত সম্পত্তির মোট মূল্য ছিল ১০০৯.৯৭ লক্ষ টাকা।
- প্রকল্পটির প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১০৯৮.৯০ লক্ষ টাকা। যাতে ব্যাংক ও উদ্যোক্তার ইকুইটির অনুপাত ছিল ৫৫ঃ৪৫ অর্থাৎ ৬০৪.৩৯ ও ৪৯৪.৫১ লক্ষ টাকা।
- ঋণ মঞ্জুরী পত্রের ১২(২)তে বলা হয়েছে, প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে ব্যাংক ও ইকুইটি ব্যয় করার পর যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত খরচের পুরোটাই কোম্পানীর পরিচালকগণ বহন করবেন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে কোম্পানীর আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ১৭/৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ১১৯.৪৩ লক্ষ টাকা, ১৫/৬/০৬ খ্রিঃ তারিখে ৩৮.০০ লক্ষ টাকা এবং সর্বশেষ ১৯/৯/০৬ খ্রিঃ তারিখে ৪০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৯৭.৪৩ লক্ষ টাকায় ঋণ সীমা বৃদ্ধি করে ঋণের দায় বাড়ানো হয়েছে।
- শাখা ও জোনের সুপারিশক্রমে পরবর্তীতে ব্যাংকের ঋণ সীমা ৮০১.৮২ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হলেও ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের কিস্তি সময়মত পরিশোধ করেননি।
- পরিচালকগণের মধ্যে আর্থিক অনিয়ম, ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা এবং পর্যাপ্ত তহবিল না থাকায় প্রকল্পটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এতে প্রমাণিত হয়, যথাযথভাবে উদ্যোক্তা নির্বাচন না করে প্রকল্পে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছিল।
- প্রকল্প ঋণের অর্থ আদায়ের জন্য অর্থ ঋণ আদালতের ধারা ১২(ক) মোতাবেক ০৩/১০/২০১০, ২৪/০২/২০১১ ও ২৫/০২/২০১১খ্রিঃ তারিখে পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প বিক্রি করে টাকা আদায়ের সাড়া মেলেনি।
- ঋণ মঞ্জুরী পত্রের অনুচ্ছেদ-১০ এ বলা আছে যে, সকল ঝুঁকি কভার করে কোম্পানীর খরচে নগদ টাকায় বীমা সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাব ডেবিট করতঃ সকল বীমা সম্পাদন করে ঋণের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সর্বশেষ পরিচালনা পর্ষদের ২০/৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৬২-তম সভায় আরোপিত সুদের ১৮% বাবদ ৭৮.৯০ লক্ষ টাকা এবং অনারোপিত সুদের ১০০% বাবদ ১২২.৫৭ লক্ষ টাকা মোট ২০১.৪৭ লক্ষ টাকা সুদ মওকুফ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও নতুন উদ্যোক্তা শর্তাধীনে মওকুফ সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হয়।
- আলোচ্য প্রকল্পটির বর্তমান ঋণ বিষয়ক তথ্যাদি সংক্রান্ত পর্ষদ সভার নোট সিট (পৃষ্ঠা-১০৪-১১৩) পর্যালোচনাকালে ক্রমিক নম্বর ১০ হতে জানা যায় যে, ২০০৮ সাল থেকে অদ্যাবধি হিমাগার অংশে ভাড়ায় ভিত্তিতে আলু সংরক্ষণ করা হচ্ছে অথচ পটেটো চিপস ফ্যাক্টরী অংশের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ব্যাংক ঋণ ও উদ্যোক্তার অর্থ ব্যয়ে প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং প্রকল্পটি উৎপাদনে যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, যা ব্যাংকের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর নয়। মামলাসহ অন্য প্রক্রিয়ায় টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে অনভিজ্ঞ উদ্যোক্তার অনুকূলে লিমিট বৃদ্ধি করার কারণেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি। সর্বশেষ নিলাম বিজ্ঞপ্তি ও সুদ মওকুফ করা সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি বিধায় প্রদত্ত জবাব গ্রহণ করা গেল না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ -২০।

শিরোনামঃ একই সম্পত্তি বার বার সহায়ক জামানত হিসেবে দেখিয়ে প্রকল্প ঋণ ও চলতি পুঁজি ঋণ প্রদান ও তা অনিয়মিত ভাবে পুনঃতফসিলিকরণের ফলে ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ২২,৮২,৯৩,২৮০ টাকা।

বিবরণঃ

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, জোনাল কার্যালয়, রাজশাহী এর আওতাধীন দুর্গাপুর শাখা, রাজশাহীর ২০০৯-১২ সালের হিসাব ২৫/২/২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩/০৩/২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন ঋণ নথি,লেজার ও আনুষঙ্গিক রের্কডপত্রাদি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, নিগার কোল্ড স্টোরেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প ঋণ ও আলু সংরক্ষণ চলতি পুঁজি ঋণে একই সম্পত্তি বার বার সহায়ক জামানত হিসেবে দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে ঋণ গ্রহণ ও তা পূনঃতফসিলিকরণের পর কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি ২২,৮২,৯৩,২৮০ টাকা। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২০" তে দেখানো হলো)।**

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণ কেস নং-৩১/প্রকল্প/২০০১-০২ তাং-১৫/০৫/২০০২খ্রিঃ তারিখ মোতাবেক ০৯/৯/২০০২ খ্রিঃ তারিখে দুর্গাপুর থানাধীন শালঘরিয়া মৌজার ১.৯ একর জমি সহায়ক জামানত নিয়ে নিগার কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ এর প্রোপাইটার জনাব নুরুন্নবী (ব্যবস্থাপনা পরিচালক)গংদের নামে ৬,০৯,৮২,০০০ টাকার প্রকল্প ঋণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ঋণের কিস্তি ও সুদ সময়মত পরিশোধ না করার কারণে পর্যায়ক্রমে ৩০/০৬/২০১০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক সুদে আসলে মোট ১৩,৭৫,০৭,২০৯ টাকা এবং ব্লকড সুদ বাবদ ২,১২,৫৬,৮৭২ টাকা পাওনা হয়। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে ঋণ গ্রহীতাকে টাকা পরিশোধের জন্য বলা হলে ঋণ গ্রহীতা সোনালী ব্যাংককে ৯০,০০,০০০ টাকার একটি চেক রাকাব দুর্গাপুর শাখার অনুকূলে প্রদান করলে চেকটি ডিজঅনার হয় এবং ঋণ গ্রহীতা গংদের নামে চেক জালিয়াতির মামলা হয়। ঋণ গ্রহীতাগণের এহেন কার্যকলাপের কারণে ব্যাংক বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ২৮/৬/১০খ্রিঃ তারিখে ঋণটি পুনঃতফসিলিকরণের জন্য একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা চুক্তির পরও ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক কোন টাকা পরিশোধ না করায় ৩০/১২/১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুদে-আসলে ১৮,৬০,৩৭,২৭৫ টাকা ও ব্লকড সুদ বাবদ ২,১২,৫৬,৮৭২ টাকাসহ মোট ২০,৭২,৯৪,৪১৭ টাকা পাওনা হয়। যা আদায়ের জন্য ব্যাংক কর্তৃক কোন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- পূর্বের ঋণ পরিশোধ না হতেই রাকাব প্রধান কার্যালয়ের সুত্র নং-প্রকা/ঋ ওঅ-১/সিসি-১৩/২০১০-১১/৫৪০(৩) তারিখঃ ২১/৩/১১খ্রিঃ মোতাবেক নিগার কোল্ড স্টোরেজ এর নামে একই সহায়ক সম্পত্তি বার বার জামানত দেখিয়ে আলু সংরক্ষণ চলতি পুঁজি ঋণ বাবদ ২,৭০,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। যার মেয়াদ ৩০/১২/২০১১খ্রিঃ । কিন্তু, ঋণটি ইতোমধ্যে পুনঃতফসিলিকরণের শর্ত নং ২(খ)২ মোতাবেক পরপর দুটি কিস্তি খেলাপি করার কারণে পুনঃতফসিলিকরণের সুবিধা বাতিল হয়ে যায় । ফলে ঋণটি খেলাপিতে পরিণত হয় এবং ব্যাংকের ২,০৯,৯৯,১৩৩ টাকা ঋণ অনাদায় থেকে যায়।
- ১নং ও ২ নং ঋণ দুটি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,একই সহায়ক জামানত হিসেবে দেখিয়ে নিগার কোল্ড স্টোরেজ কর্তৃপক্ষকে প্রকল্প ঋণ ও চলতি পূঁজি ঋণ প্রদান করায় দুটি ঋণই খেলাপি হয়ে মন্দ ঋণে পরিণত হয়েছে। ফলে, ব্যাংকের (২০,৭২,৯৪,১৪৭+২,০৯,৯৯,১৩৩)= ২২,৮২,৯৩,২৮০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণ দুটি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক এ্যামোটাইজ পদ্ধতিতে পুনঃতফসিল করা হয়েছে, অচিরেই মামলা দায়ের করে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ঋণ গ্রহীতাগণ কর্তৃক চেক জালিয়াতি, সহায়ক জামানত হিসেবে একই জমি বার বার প্রদর্শন এবং আলু আত্মসাতের মত কার্যকলাপের পরও কি কারণে অনিয়মিত/অযৌক্তিক ভাবে পুনঃতফসিল করা হয়েছে এবং এ যাবৎ কেন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি তা বলা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫/৭/১৩খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯/০৮/২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/১০/১৩খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ইতোমধ্যে ঋণের টাকা আদায়ের জন্য অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা

হয়েছে যার নম্বর ১১/২০১৩। বর্তমানে মামলাটি বিচারাধীন আছে। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃকও রীট পিটিশন দায়ের করা আছে।

- এছাড়া প্রকল্প ঋণের বিপরীতে ২০.১৪লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।
- সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- উল্লিখিত বিষয়ে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকের টাকা আদায় নিশ্চিত করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ- ২১।

শিরোনাম ঃ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, মিঠাপুকুর শাখায় মাঠ কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান কর্তৃক বিভিন্ন ঋণ গ্রহীতা ও শাখার কর্মচারীর সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে তহবিল তছরূপ ও আত্মসাৎ করায় মোট ক্ষতি ২৯০.৬৫ লক্ষ টাকা ।

বিবরণঃ

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক,জোনাল কার্যালয়, রংপুর ও তদধীনস্থ ৭টি শাখার ২০০৯-১২ সালের হিসাব গত ১২.০২.২০১৩ হতে ১৭.০৪.২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে জোনাল কার্যালয়ের শৃঙ্খলা বিষয়ক নথি সমূহ, পেপার কাটিং, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগনামা ইত্যাদি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, মিঠাপুকুর শাখার মাঠ কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান কর্তৃক রাকাবের চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৬ লঙ্ঘন পূর্বক শাখার বিভিন্ন ঋণ গ্রহীতা ও শাখার কর্মচারীর সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে তহবিল তছরূপ ও আত্মসাৎ করায় মোট ২,৯০,৬৫,৫০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "২১" তে দেখানো হলো)।**

অনিয়মের কারণঃ

- ০২.০৯.২০১২ খ্রিঃ তারিখের "দৈনিক নয়া দিগন্ত"- তে রংপুরে "গ্রাহকের এক কোটি টাকা নিয়ে রাকাব কর্মকর্তা লাপাত্তা" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। আবার "বাংলাদেশ প্রতিদিন" এর ০৮.০৯.২০১২ খ্রিঃ তারিখের সংখ্যায় "দেড় কোটি টাকা নিয়ে রাকাব, কর্মকর্তা উধাও" শিরোনামে সংবাদ পরিবেশিত হয়। উভয় পত্রিকাতেই রাকাব, মিঠাপুকুর শাখার সিনিয়র অফিসার জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান কর্তৃক সিসি ঋণ গ্রহীতাগণের টাকা নিয়ে উধাও হওয়ার ঘটনা প্রকাশিত হয় এবং এতে রাকাবের সুনাম ও ভাবমূর্তি দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৩.০৯.২০১২ খ্রিঃ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন ও ৩১.০১.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের অভিযোগনামা হতে দেখা যায় যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষা প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি।
- উক্ত অভিযোগনামার অভিযোগ নম্বর-০৩ হতে দেখা যায় যে, মিঠাপুকুর শাখার ঋণ গ্রহীতা মোঃ জিয়াউল হুদা (রিপন) (৩৫/সিসি/২০১১-১২) এর নিকট হতে দুইবারে মোট ৮,২০,০০০ টাকা কর্জ করে উক্ত কর্মকর্তার নিজ নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং-৭৭৯৬ এর একটি চেক প্রদান করে-যা ০৬.০৮.২০১২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত হিসাবে টাকা না থাকায় প্রত্যাখ্যাত হয়। এভাবে উক্ত কর্মকর্তা প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাহকের উক্ত ৮,২০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করেন।
- অভিযোগ নং-০৪, ০৫ ও ০৬ হতে দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহীতা জনাব মোঃ রেজাউল করিম টুটুল (৮/সিসি/২০১১-১২) এর নিকট হতে ৪,০০,০০০ টাকা বিনা রশিদে গ্রহণ করে উক্ত ঋণ হিসাবে জমা করেন নাই। ঋণ গ্রহীতা জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন (ফলিও ১০৬/১১৮) ও জনাব মোঃ রহিদুল ইসলাম (ফলিও ৯২/৮৭) এর নিকট হতে ২৫,০০০ টাকা ও ১,১৮,০০০ টাকা গ্রহণ করার পর ঋণ হিসাবে জমা করেনি। আবার, ঋণ গ্রহীতা জনাব মোঃ মজিবুর রহমান (ফলিও ৪৯৪/৩৫) ও জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ রাজা (৩৭৪/১১৮) এর নিকট হতে ঋণ হিসাবে জমা করার উদ্দেশ্যে বিনা রশিদে ৫০,০০০ টাকা ও ১,৭০,০০০ টাকা গ্রহণ করে আত্মসাৎ করা হয়।
- অভিযোগ নং-০৭, ০৮, ০৯ হতে দেখা যায় যে, উক্ত কর্মকর্তা শাখার ঋণ গ্রহীতা মোঃ আখতারুজ্জামান (১২৭/১২৮) এর নিকট হতে কর্জ গ্রহণ করে ৩০,৫০০ টাকা এবং শাখার কোষাধ্যক্ষ জনাব বিমল এক্কা এর নিকট হতে কর্জ গ্রহণ করে ৩,৭৩,০০০ টাকা ফেরত না দিয়ে প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে আত্মসাৎ করেন। আবার, শাখার ঋণ গ্রহীতা অমিত কুমার রায় (৩৯৪/১২১) এর নিকট হতে ৫০,০০০ টাকা ধার গ্রহণ করে উক্ত নিজ নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব এর একটি চেক জামানত হিসাবে প্রদান করতঃ পরবর্তীতে পরিশোধ না করে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়।
- পরিশেষে, অভিযোগ নং-১০ হতে দেখা যায় যে, জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান উক্ত শাখায় ২০০9 সাল হতে শাখার আমানতকারী ও সিসি ঋণ গ্রহীতাগণের নিকট হতে সময়ে অসময়ে ধার/কর্জ/আত্মসাৎ-এর মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা পরিশোধ করেন নাই। ফলে, মোট ৮২টি সিসি ঋণ হিসাবের মেয়াদ ১০.০৯.২০১২ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ায় উহার বিপরীতে প্রায় ২,৭০,২৯,০০০ টাকা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে-যা ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির সামিল।
- সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক- রাকাব এর চাকুরী প্রবিধানমালা লঙ্ঘন পূর্বক প্রতারণা, তছরূপ ও আত্মসাতের মাধ্যমে মিঠাপুকুর শাখার ঋণ গ্রহীতাগণের ও সরকারি অর্থের বিরাট অংকের ক্ষতি করা হলেও ফৌজদারী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বিভাগীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। ফলাফল পরবর্তীতে জানানো হবে-মর্মে জবাব দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, গ্রাহক ও সরকারের প্রায় তিন কোটি টাকার ক্ষতি করা সত্ত্বেও দায়ী কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় নাই এবং কোন ফৌজদারী কার্যক্রম গৃহীত হয় নাই।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৯-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। রাকাব মিঠাপুকুর শাখা, সংগঠিত অনিয়মের জন্য মতিয়ার রহমানের বিরূদ্ধে ৩১/১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত মামলার তদন্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদন ব্যাংকের শৃঙ্খলা কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়নি। এর প্রতি উত্তরের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন শৃঙ্খলা কমিটিতে উপস্থাপন না করার কারণও জানানো হয়নি এবং সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতিসত্ত্বর ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণ করে জড়িত অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ জড়িত অর্থ আদায় করে প্রমাণসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

তৃতীয় অধ্যায়

(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

অনুচ্ছেদ-০১

শিরোনামঃ রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১১ ও ২০১২ সালের হিসাবের ওপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের একীভূত নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১১ ও ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে যথাক্রমে ০৬/০৯/২০১১খ্রিঃ ও ০৩/০৬/২০১২খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২০১১ ও ২০১২ সনের আর্থিক বিবরণী যথাক্রমে ২৯/০২/২০১২খ্রিঃ ও ২৮/০৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ২০১১ ও ২০১২ সালের হিসাব যথাক্রমে ০৯/০৩/২০১২ এবং ২৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত আর্থিক বিবরণী বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পর্যালোচনা করে অনুচ্ছেদভিত্তিক মন্তব্য নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১২ তারিখের স্থিতিপত্রের (নোট ৭.০৯-এর) চলতি সম্পদ-এর ঋণ ও অগ্রিম খাতে ২০১১ বছরের তুলনায় ২০১২ অর্থবছরে সাব স্ট্যান্ডার্ড লোন ৩৫০২.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উক্ত খাতে **"উচ্চ কু-ঋণ ঝুঁকি"** বিদ্যমান। এ বিষয়ে ঋণ অনুমোদন এবং আদায় প্রক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমুদয় টাকা সত্বর আদায়/ সমন্বয় করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক ।
- প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১২ তারিখের স্থিতিপত্রের নোটাংশ ৭.০১.০১-এর অন্যান্য ঋণ (Payment Against Documents) PAD খাতে ২০১১ বছরের তুলনায় ২০১২ অর্থবছরে ২০.২৮% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং Loan Against Trust Receipt (LTR) খাতে ২৯.৬৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি Forced Loan খাতে ৮৮.৬৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত বিষয়ে আদায়ের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক কু-ঋণ ঝুঁকি এড়ানোর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১২ তারিখের স্থিতিপত্রের অন্যান্য সম্পদ অংশের (নোট-৯.০৩) সাসপেন্স হিসাব খাতে ১৫০.১৬ কোটি টাকা অসমন্বয় দেখানো হয়েছে। সত্বর সমুদয় টাকা যথাযথ হিসাবে সমন্বয় করা আবশ্যক ।
- প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১২ তারিখের স্থিতিপত্রের অন্যান্য সম্পদ অংশের (নোট ৯.০৪.০২) উৎসে কর কর্তন বাবদ জমাকৃত টাকার পরিমাণ ১৩৫.১৪ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। অতিসত্বর অনিষ্পন্ন ট্যাক্স হিসাবের জটিলতা দূর করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট '১'-এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ ও ২০১২ সালে লাভজনক শাখার সংখ্যা ২৯টি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালের তুলনায় লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৯টি এবং ২০১১ ও ২০১২ সালে অলাভজনক শাখার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৮ ও ১৫টি। মোট আমানতের পরিমাণ ২০১০ সালের তুলনায় ২০১০ও ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ ও ২০১২ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরগুলোতে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে । শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণ ও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে । ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক এবং অলাভজনক শাখার সংখ্যা হ্রাস করত: লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি, আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করত সঠিক বিনিয়োগ এবং ঋণ আদায়ের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন।
- প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট '২'-তে দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ ও ২০১২ সালে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫১% ও ৮৭%। পাশাপাশি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫২.৫৫%,ও ১০২.২৯%। তবে আয়ের তুলনায় ব্যয় কম হওয়ায় মোট লাভ বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব, সম্ভাব্য সবক্ষেত্র ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক আয় বৃদ্ধিসহ পুঞ্জিভূত ক্ষতি কাটিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত ৩১/১২/২০১২ তারিখের স্থিতিপত্র অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট '৩'-এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০১০

এর তুলনায় ২০১১সালে শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণ হ্রাস পেলেও যথাক্রমে ২০১২ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে । ২০১০সালের তুলনায় চলতি বছরগুলোতে আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে। নিম্নমান ঋণ, সন্দেহজনক ঋণ, কু/মন্দ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা আবশ্যক এবং শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হ্রাস করত: ঋণ আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- প্রতিষ্ঠানটির পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষা আপত্তির বর্তমান অবস্থা পরিশিষ্ট-'৪'-এ দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, ১৯৭৮ সাল হতে ২০১০-১১ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ৫৫৭টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২৭৬টি অনুচ্ছেদ মিমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০১টি অমিমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ব্যাংকির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ পরিহার করে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরিল্লিখিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনামঃ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী-এর ২০০৩-০৪ হতে ও ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাবের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের একীভূত নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী-এর ২০০৩-০৪ হতে ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে যথাক্রমে ১৫/০৬/২০০৪খ্রিঃ, ০৪/০৬/২০০৫খ্রিঃ, ১২/০৭/২০০৬খ্রিঃ, ০৮/০৭/২০০৭খ্রিঃ, ২২/০৬/২০০৮খ্রিঃ, ১৫/০৬/২০০৯খ্রিঃ, ২৯/০৬/২০১০খ্রিঃ ও ১০/০৭/২০১১খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়।

বহিঃনিরীক্ষক যথাক্রমে ২০০৩-০৪ হতে ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব যথাক্রমে ২৮/১২/২০০৪খ্রিঃ, ১৫/১১/২০০৫খ্রিঃ, ২২/০২/২০০৭খ্রিঃ, ১৭/০২/২০০৮খ্রিঃ, ১৯/০২/২০০৯খ্রিঃ, ০৮/০৫/২০১০খ্রিঃ, ১৮/০৫/২০১১খ্রিঃ ও ০৮/০৫/২০১২খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ২০০৩-০৪ হতে ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব ১১/১২/২০০৫খ্রিঃ, ১১/১২/২০০৫খ্রিঃ, ১১/০১/২০০৭খ্রিঃ, ০৯/১২/২০০৭খ্রিঃ, ২১/১২/২০০৮খ্রিঃ, ২১/১২/২০০৯, ১৮/০৫/২০১১খ্রিঃ ও ১৩/০৫/২০১২খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত আর্থিক বিবরণী বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক মূল্যায়নের পর অনুচ্ছেদভিত্তিক মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট- “১”-এ দেয়া হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৪-২০০৫, ২০০৫-২০০৬, ২০০৬-২০০৭, ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার যথাক্রমে ৯৭%, ১০৯%, ১১১%, ৯২%, ৯৩%, ১০৪%, ১০২.৪৩% ও ৮৮.৬৩% দেখানো হয়েছে এবং ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জনের হার যথাক্রমে ১০৪%, ৯৮%, ৯৯%, ১০৬%, ১০২%, ১০৬%, ১০০.২৫% ও ১০১.৯৬% দেখানো হয়েছে। পরিসংখ্যান মোতাবেক মোট আমানতের তুলনায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা সঠিকভাবে নির্ধারণ না করায় ২০০৩-২০০৪, ২০০৪-২০০৫, ২০০৫-২০০৬, ২০০৬-২০০৭, ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যান্য অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আবশ্যক। অন্যদিকে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জনের হার অধিক হওয়ায় সঠিক ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতঃ ব্যাংকিং সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা আবশ্যক।
- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়ের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যা পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর হতে ২০১০-২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সে হিসাবে ব্যয় অধিকতর হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিবছর নিট ক্ষতি ক্রমানুসারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে পুঞ্জীভূত ক্ষতি ছিল ১৪৮.৮৬ লক্ষ টাকা। ২০১০-২০১১ অর্থবছরে পুঞ্জীভূত ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৬.২১ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অতএব, আয় বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য সবক্ষেত্রের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে নিট লাভের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে পুঞ্জীভূত ক্ষতি কাটিয়ে উঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের টার্মস অব রেফারেন্স (TOR) অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ১নং অনুচ্ছেদে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ৩৬৫ টি শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত অর্থবছরে ১০৯ টি শাখা লাভ জনক হিসাবে দেখানো হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ও ২৫৪ টি শাখা অলাভজনক হিসাবে দেখানো হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ ২৫৪ টি শাখাকে লাভজনক শাখা হিসাবে উন্নীত করণে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের টার্মস অব রেফারেন্স (TOR) অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ১নং অনুচ্ছেদে উক্ত সংস্থার আর্থিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সময়ের লাভ-ক্ষতি হিসাবে দেখা যায় যে,২০১০-২০১১ অর্থবছরে নীট ক্ষতি ৭০৩৪.৫১ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। ব্যাংক একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। কি কারণে উক্ত ক্ষতি প্রদর্শিত হয়েছে তা নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের নোট ৪-এ ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৩৫৫৯৪১.৪০ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। উক্ত টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের টার্মস অব রেফারেন্স (TOR) অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ১৫ নং অনুচ্ছেদে উক্ত দপ্তর/শাখায় বরাদ্দকৃত পদ সংখ্যা ও উহাদের বিপরীতে নিয়োজিত কর্মচারীদের সংখ্যা বর্ণনা মোতাবেক নিম্নলিখিত অসংগতি পাওয়া গিয়াছে–

ক্রঃ নং	পদের নাম	বেতন স্কেল	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য পদ	মন্তব্য
১০	নক্সাকার	৬৪০০-১৪২৫৫/-	নাই	১ জন	অতিরিক্ত ১ জন	নিয়ম বহির্ভূত নিয়োগ
১৬	সহকারী কোষাধ্যক্ষ	৪৭০০-৯৭৪৫/-	নাই	৯ জন	অতিরিক্ত ৯ জন	
১৭	নিম্নমান সহকারী	৪৭০০-৯৭৪৫/-	নাই	৩ জন	অতিরিক্ত ৩ জন	
১৮	মুদ্রাক্ষরিক	৪৭০০-৯৭৪৫/-	নাই	১ জন	অতিরিক্ত ১ জন	
১৯	নিম্নমান সহকারী-কাম- মুদ্রাক্ষরিক	৪৭০০-৯৭৪৫/-	নাই	১ জন	অতিরিক্ত ১ জন	
২২	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	৪৪০০-৮৫৮০/-	নাই	১৪ জন	অতিরিক্ত ১৪ জন	

নিয়ম বহির্ভূতভাবে অননুমোদিত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করায় বেতনভাতা ব্যয় বাবদ সরকারের ক্ষতি সমুদয় টাকা। উক্ত নিয়োগকৃত জনবলের বিপরীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে অথবা বেতনভাতা ব্যয় বাবদ পরিশোধকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে নোট ৪ (ক)তে ঋণ খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক কু-ঋণ সঞ্চিতির পরিমাণ ৪১৮৬৪.৪৮ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল। কিন্তু রাকাব কর্তৃপক্ষ কু-ঋণ সঞ্চিতির পরিমাণ ২৪৮২৩.২২ লক্ষ টাকা প্রদর্শন করেছেন। ফলে কু-ঋণ সঞ্চিতি ১৭০৪১.২৬ লক্ষ টাকা কম প্রদর্শন করায় পুঞ্জীভূত ক্ষতির পরিমাণ ১৭০৪১.২৬ লক্ষ টাকা কম প্রদর্শিত হয়েছে। কু-ঋণ সঞ্চিতির পরিমাণ কম প্রদর্শনের কারণ ব্যাখ্যাসহ উক্ত টাকা দ্রুত আদায়/সমন্বয় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে নোট ৫-এ আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি বাবদ ১৬২৪.৫০ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। পুরাতন আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি চিহ্নিতকরণ ও ব্যবহারের অযোগ্য সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে নোট ৬ (ঘ)তে অন্যান্য সম্পদ অংশের বিবিধ ও অগ্রিম খাতে ২০৯.৩০ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়ী/অসমন্বিত রয়েছে। দ্রুত আদায়/সমন্বয়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে নোট ১৭ (ক)তে তারল্য অনুপাত ১.৩৮ঃ১। তারল্য অনুপাতের আদর্শ মান হলো ২ঃ১। আদর্শ মান অর্জনের লক্ষ্যে চলতি সম্পদ বৃদ্ধি ও চলতি দায় হ্রাসের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ১৯৮৬-৮৮ হতে ২০১০-২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৫৯৫ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৪৩৩ টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬২ টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ব্যাংকির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ পরিহার করে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরিল্লিখিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনামঃ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী-এর ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাবের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী-এর ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে ০১/০৭/২০১২খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাব ২১/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাব ২৭/০২/২০১৩খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত আর্থিক বিবরণী বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক মূল্যায়নের পর অনুচ্ছেদভিত্তিক মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট- "১"-এ দেয়া হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার যথাক্রমে ৮৮.৬৩% ও ৯৪.৩৪% দেখানো হয়েছে এবং ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জনের হার যথাক্রমে ১০১.৯৬% ও ১০২.৩৬% দেখানো হয়েছে। পরিসংখ্যান মোতাবেক মোট আমানতের তুলনায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা সঠিকভাবে নির্ধারণ না করায় ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন বৃদ্ধি পেয়েছে । এক্ষেত্রে প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আবশ্যক। অন্যদিকে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জনের হার অধিক হওয়ায় সঠিক ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতঃ ব্যাংকিং সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়ের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যা পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ক্রমান্বয়ে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সে হিসাবে ব্যয় অধিকতর হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিবছর নিট ক্ষতি ক্রমানুসারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে পুঞ্জীভূত ক্ষতি ছিল ৪৩৬.২১লক্ষ টাকা। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে পুঞ্জীভূত ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৩.৮৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অতএব, আয় বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য সবক্ষেত্রের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে নিট লাভের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে পুঞ্জীভূত ক্ষতি কাটিয়ে উঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের টার্মস অব রেফারেন্স (TOR) অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ১নং অনুচ্ছেদে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ২০১১-২০১২ ইং অর্থবছরে ৩৬৯ টি শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত অর্থবছরে ১৫২ টি শাখা লাভ জনক হিসাবে দেখানো হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ও ২১৫ টি শাখা অলাভজনক হিসাবে দেখানো হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ ২১৫ টি শাখাকে লাভজনক শাখা হিসাবে উন্নীত করণে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের টার্মস অব রেফারেন্স (TOR) অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ১নং অনুচ্ছেদে উক্ত সংস্থার আর্থিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সময়ের লাভ-ক্ষতি হিসাবে দেখা যায় যে, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে নীট ক্ষতি ৬৭৬৪.৩৫ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। ব্যাংক একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। কি কারণে উক্ত ক্ষতি প্রদর্শিত হয়েছে তা নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের নোট ৪-এ ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৩৮৩৫৯৯.৯১ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। উক্ত টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের টার্মস অব রেফারেন্স (TOR) অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ১৫ নং অনুচ্ছেদে উক্ত দপ্তর/শাখায় বরাদ্দকৃত পদ সংখ্যা ও উহাদের বিপরীতে নিয়োজিত কর্মচারীদের সংখ্যা বর্ণনা মোতাবেক নিম্নলিখিত অসংগতি পাওয়া গিয়াছে–

ক্রঃ নং	পদের নাম	বেতন স্কেল	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য পদ	মন্তব্য
১০	নক্সাকার	৬৮০০-১৪২৫৫/-	নাই	১ জন	অতিরিক্ত ১ জন	নিয়ম বহির্ভূত নিয়োগ
১৬	সহকারী কোষাধ্যক্ষ	৪৭০০-৯৭৪৫/-	নাই	৫ জন	অতিরিক্ত ৫ জন	
১৭	নিম্নমান সহকারী	৪৭০০-৯৭৪৫/-	নাই	১ জন	অতিরিক্ত ১ জন	
১৮	মুদ্রাক্ষরিক	৪৭০০-৯৭৪৫/-	নাই	১ জন	অতিরিক্ত ১ জন	
১৯	নিম্নমান সহকারী-কাম- মুদ্রাক্ষরিক	৪৭০০-৯৭৪৫/-	নাই	১ জন	অতিরিক্ত ১ জন	
২২	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	৪৪০০-৮৫৮০/-	নাই	১৪ জন	অতিরিক্ত ১৪ জন	

নিয়ম বহির্ভূতভাবে অননুমোদিত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করায় বেতনভাতা ব্যয় বাবদ সরকারের ক্ষতি সমুদয় টাকা। উক্ত নিয়োগকৃত জনবলের বিপরীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে অথবা বেতনভাতা ব্যয় বাবদ পরিশোধকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে নোট ৪ (ক)তে ঋণ খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক কু-ঋণ সঞ্চিতির পরিমাণ ৪৮৭২৯.৪৬ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল। কিন্তু রাকাব কর্তৃপক্ষ কু-ঋণ সঞ্চিতির পরিমাণ ২৭৮২৩.২২ লক্ষ টাকা প্রদর্শন করেছেন। ফলে কু-ঋণ সঞ্চিতি ২০৯০৬.২৪ লক্ষ টাকা কম প্রদর্শন করায় পুঞ্জীভূত ক্ষতির পরিমাণ ২০৯০৬.২৪ লক্ষ টাকা কম প্রদর্শিত হয়েছে। কু-ঋণ সঞ্চিতির পরিমাণ কম প্রদর্শনের কারণ ব্যাখ্যাসহ উক্ত টাকা দ্রুত আদায়/সমন্বয় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে নোট ৫-এ আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি বাবদ ২১৩৯.৪৭ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। পুরাতন আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি চিহ্নিতকরণ ও ব্যবহারের অযোগ্য সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে নোট ৬ (ঘ)তে অন্যান্য সম্পদ অংশের বিবিধ ও অগ্রিম খাতে ৮৮৬.৪১ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়ী/ অসমন্বিত রয়েছে। দ্রুত আদায়/সমন্বয়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে নোট ১৭ (ক)তে তারল্য অনুপাত ০.৯১ঃ১। তারল্য অনুপাতের আদর্শ মান হলো ২ঃ১। আদর্শ মান অর্জনের লক্ষ্যে চলতি সম্পদ বৃদ্ধি ও চলতি দায় হ্রাসের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ১৯৮৬-৮৮ হতে ২০১১-২০১২ অর্থবছর পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৬১২ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৪৩৩ টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭৯ টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ব্যাংকির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ পরিহার করে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরিল্লিখিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৬/২০১৭-৩৪৬২কম/এ, ৮০০ বই, ২০১৬।